রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَان

অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

كَيْفِيَّةُ طُهُوْرِ النَّبِيِّ

–صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন

করতেন

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আবদুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১
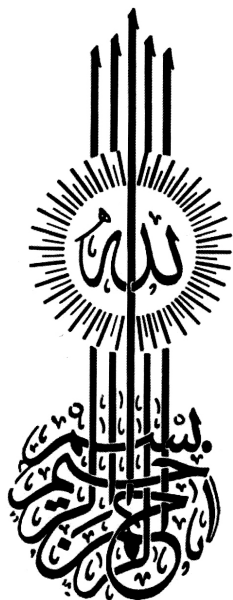
আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্‌র আল-বাতিন

লেখকের কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্বজগতের প্রভু। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তা কিয়ামত আগত সকল অনুসারীদের উপর।

ধর্মীয় জ্ঞানার্জন সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম ও সর্বাধিক কল্যাণকর কাজ।

হযরত মু'আবিয়া ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

(বুখারী, হাদীস ৭১, ৩১১৬ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছে করেন তাকেই তিনি ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। কারণ, সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের উপরই একমাত্র পুণ্যময় কর্ম নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ কে কল্যাণকর জ্ঞান ও পুণ্যময় কর্মসহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الحَقِّ ﴾

(তাওবা: ৩৩)

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ যিনি রাসূল ﷺ কে কল্যাণকর জ্ঞান ও পুণ্যময় কর্মসহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ কে তাঁর নিকট জ্ঞান বর্ধনের প্রার্থনা করতে আদেশ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ قُل رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْماً ﴾

(ত্বা-হা: ১১৪)

অর্থাৎ আপনি বলুনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

উক্ত আয়াত ধর্মীয় জ্ঞানার্জন সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ কে শুধু জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই দো'আ করতে আদেশ করেন। অন্য কিছুর জন্যে নয়।

অন্য দিকে নবী ﷺ শিক্ষার মজলিসকে জান্নাতের বাগান এবং আলেম সম্প্রদায়কে নবীগণের ওয়ারিশ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ কথা সবারই জানা যে, যে কোন কাজ করার পূর্বে সর্ব প্রথম সে কাজটি বিশুদ্ধরূপে কিভাবে সম্পাদন করা সম্ভব সে পদ্ধতি অবশ্যই জেনে নিতে হয়। নতুবা সে কাজটি সঠিকভাবে আদায় করা তদুপরি অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কখনো সম্ভবপর হয়না। যদি এ হয় সাধারণ কাজের কথা তাহলে কোন ইবাদাত যার উপর জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি ও জান্নাত লাভ নির্ভর করে তা কি করে ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে। অবশ্যই তা অসম্ভব। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. যারা লাভজনক শিক্ষা ও পুণ্যময় কর্মের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে। এরাই সত্যিকারার্থে নবী, চির সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যবান লোকদের পথে উপনীত।

২. যারা লাভজনক শিক্ষা গ্রহণ করেছে ঠিকই অথচ তদনুযায়ী আমল করছে না। এরাই হচ্ছে আল্লাহ্'র রোষানলে পতিত ইহুদীদের একান্ত সহচর।

৩. যারা সঠিক জ্ঞান বহির্ভূত আমল করে থাকে। এরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের একান্ত অনুগামী।

উক্ত দলগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'আলা কোরআ'ন মাজীদে উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ ﴾

(ফাতিহা : ৬-৭)

অর্থাৎ (হে আল্লাহ্!) আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। ওদের পথ নয় যাদের উপর আপনি রোষান্বিত ও যারা পথভ্রষ্ট।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় যুগ সংস্কারক শায়েখ মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ ﴾ فَالْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعِلْمِهِمْ ، وَ الضَّالُّوْنَ الْعَامِلُوْنَ بِلاَ عِلْمٍ ؛ فَالأَوَّلُ صِفَةُ الْيَهُوْدِ وَ الثَّانِيْ صِفَةُ النَّصَارَى ، وَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا رَأَى فِيْ التَّفْسِيْرِ أَنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ النَّصَارَى ضَالُّوْنَ ظَنَّ الْجَاهِلُ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوْصٌ بِهِمْ وَ هُوَ يَقْرَأُ أَنَّ رَبَّهُ فَارِضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَّدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ يَتَعَوَّذَ مِنْ طَرِيْقِ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ !! فَيَا سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُعَلِّمُهُ اللهُ وَ يَخْتَارُ لَهُ وَ يَفْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يَّدْعُوَ رَبَّهُ دَائِماً مَعَ أَنَّهُ لاَ حَذَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ لاَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا هُوَ ظَنُّ السُّوْءِ بِاللهِ!

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে "মাগযুব 'আলাইহিম" বলতে ও সকল আলেমদেরকে বুঝানো হচ্ছে যারা অর্জিত জ্ঞান মাফিক আমল করেনা। আর "যাল্লীন" বলতে জ্ঞান বিহীন আমলকারীদেরকে বুঝানো হচ্ছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহুদীদের আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য খ্রিস্টানদের। অনেকেই যখন তাফসীর পড়ে বুঝতে পারেন যে, ইহুদীরাই হচ্ছে আল্লাহ্'র রোষানলে পতিত আর খ্রিস্টানরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট তখন তারা মূর্খতাবশত এটাই ভাবেন যে, উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয় শুধু ওদের

মধ্যেই সীমিত। অথচ তাদের এতটুকুও বোধোদয় হয় না যে, তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কেন নামাযের প্রতিটি রাকাতে ওদের বৈশিষ্ট্যদ্বয় থেকে নিষ্কৃতি চাওয়া ফরয করে দিয়েছেন। সত্যিই তাদের এ রকম ধারণা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি চরম কুধারণার শামিল।

উক্ত আলোচনা থেকে যখন আমরা লাভজনক জ্ঞানের অপরিহার্যতা অনুধাবন করতে পেরেছি তখন আমাদের জানা উচিত যে, এ জাতীয় জ্ঞানের অনুসন্ধান কোথায় মেলা সম্ভব। সত্যিকারার্থে তা কোরআ'ন ও হাদীসের পরতে পরতে লুক্কায়িত রয়েছে। তবে তা একমাত্র সহযোগী জ্ঞান ও হক্কানী আলেম সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়।

তবে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমলের উপরই ইলমের প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যতই আমল করবে ততই জ্ঞান বাড়বে। বলা হয়, যে ব্যক্তি অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী আমল করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করবেন যা সে পূর্বে অর্জন করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَاتَّقُوْا اللهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

(বাক্বারাহ : ২৮২)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। তিনি সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমলকারী আলেমদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾

(মুজাদালাহ : ১১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তিনি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানী মু'মিনদের মর্যাদা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি বরং আমাদের কর্ম সম্পর্কে তাঁর

পূর্ণাবগতির সংবাদ দিয়ে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং আমলও একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা জ্ঞান ও ঈমানের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব।

বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার ও গ্রহণযোগ্য আমলের পথ সুগম করার মানসেই এ পুস্তিকাটির উপস্থিতি। সাধ্যমত নির্ভুলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এরপরও সচেতন পাঠকের চোখে নিশ্চিত কোন ভুল ধরা পড়লে সরাসরি লেখকের কর্ণগোচর করলে অধিক খুশি হবো। এ পুস্তক পাঠে কারোর সামান্যটুকু উপকার হলে তখনই আমার শ্রম হবে সার্থক।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُّمِدَّنَا وَ إِيَّاكَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَ يُوَفِّقَنَا لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ ، كَمَا نَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُّرِيَنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ يَرْزُقَنَا اتِّبَاعَهُ ، وَ يُرِيَنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ يَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

পূর্বাভাষ ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের পরপরই ইসলামের দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে নামায। একমাত্র নামাযই হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিধানকারী। ইসলামের বিশেষ স্তম্ভ। সর্ব প্রথম বস্তু যা দিয়েই কিয়ামতের দিবসে বান্দাহর হিসাব-নিকাশ শুরু করা হবে। তা বিশুদ্ধ তথা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলে বান্দাহর সকল আমলই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে। নতুবা নয়। নামাযের বিষয়টি কোর'আন মাজীদে অনেক জায়গায় অনেকভাবে আলোচিত হয়েছে। কখনো নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়া হয়েছে। আবার কখনো উহার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে কখনো উহার সাওয়াব ও পুণ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার কখনো মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে আগত সমূহ বিপদাপদ সহজভাবে মেনে নেয়ার জন্য নামায ও ধৈর্যের সহযোগিতা নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ জন্যই নামায রাসূল ﷺ এর অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে শীতল করে দিতো। তাই বলতে হয়, নামায নবীদের ভূষণ ও নেককারদের অলঙ্কার। বান্দাহ্ ও প্রভুর মাঝে গভীর সংযোগ স্থাপনকারী। অপরাধ ও অপকর্ম থেকে মানুষের একমাত্র রক্ষাকবচ।

তবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে যথাসাধ্য পবিত্রতার্জন ছাড়া কোন নামাযই আল্লাহ্'র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পবিত্রতার ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্রতাঃ

আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা বলতে দৃশ্যাদৃশ্য ময়লাবর্জনা থেকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়াকে বুঝানো হয়। শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা বলতে যে কোন ভাবে দৃশ্যমান ময়লাবর্জনা সাফাই এবং মাটি বা পানি কর্তৃক বিধানগত অপবিত্রতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়। মূলকথা, শরীয়তের

পরিভাষায় পবিত্রতা বলতে সাধারণত নামায, কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতকর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধক অপবিত্রতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়।

পবিত্রতার প্রকারভেদঃ

শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা দু'প্রকারঃ অদৃশ্য ও দৃশ্য পবিত্রতা।

অদৃশ্য পবিত্রতাঃ অদৃশ্য পবিত্রতা বলতে শিরক বা পাপ থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়। শিরক থেকে মুক্তি তাওহীদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং পাপ থেকে মুক্তি পুণ্যময় কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই সম্ভব। মূলতঃ অদৃশ্য পবিত্রতা দৃশ্যময় পবিত্রতার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বরং বলতে হয়ঃ শির্ক বিদ্যমান থাকাবস্থায় কোনভাবেই শারীরিক পবিত্রতার্জন সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ﴾

(তাওবাঃ ২৮)

অর্থাৎ মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র।

এর বিপরীতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجُسُ

(বুখারী, হাদীস ২৮৩ মুসলিম, হাদীস ৩৭১)

অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কখনো অপবিত্র হতে পারে না। তাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, নিজ অন্তরাত্মাকে শিরক ও সন্দেহের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা। আর তা একমাত্র সম্ভব আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও তাওহীদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তেমনিভাবে নিজ মনান্তঃকরণকে হিংসে-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ফাঁকি-ধাপ্পাবাজি, দেমাগ-আত্মগরিমা, আত্মশ্লাঘা তথা আত্মপ্রশংসা এবং যে কোন পুণ্যময় কর্ম অন্যকে দেখিয়ে বা শুনিয়ে করার

প্রবণতা জাতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্নকরণ প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আর তা একমাত্র সম্ভব সকল গুনাহ্ থেকে সত্যিকার তাওবার মাধ্যমে। ঈমানের দু'টো অঙ্গের এটিই হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর অন্যটি হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা।

দৃশ্যমান পবিত্রতাঃ দৃশ্যমান পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার্জনকে বুঝানো হয়। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الطُّهُوْرُشَطْرُ الإِيْمَاْنِ

(মুসলিম, হাদীস ২২৩)

অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আর তা অবাহ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতার্জনের মানসে ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম এবং শরীর, পোষাক, নামাযের জায়গা ইত্যাদি থেকে বাহ্যিক নাপাকী দূরীকরণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক পবিত্রতার্জনের দু'টি মাধ্যমঃ পানি ও মাটি

পানি কর্তৃক পবিত্রতাঃ পানি কর্তৃক পবিত্রতার্জনই হচ্ছে মৌলিক তথা সর্বপ্রধান। সাধারণতঃ আকাশ থেকে অবতীর্ণ এবং ভূমি থেকে উদ্গত অবিমিশ্র সকল পানি পবিত্র। তা সব ধরণের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা দূরীকরণে সক্ষম। যদিও কোন পবিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে উহার রং, ঘ্রাণ বা স্বাদ বদলে যাক না কেন।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৭ তিরমিযী, হাদীস ৬৬ নাসায়ী, হাদীস ৩২৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী। কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করতে পারে না।

পানি সংক্রান্ত বিধানঃ

নামাযের জন্য পবিত্রতার্জন তথা ওযু করা আবশ্যক । কারণ, ওযু ব্যতীত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৫, ৬৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২২৫)

অর্থাৎ ওযু ভঙ্গকারীর নামায গ্রহণযোগ্য হবেনা যতক্ষণ না সে ওযু করে। আর ওযুর জন্য পবিত্র পানির প্রয়োজন। তাই পানি সংক্রান্ত বিধানই আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়।

পানির সাধারণ প্রকৃতিঃ

পানির সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে পবিত্রতা। তাই পুকুর, নদী, খাল, বিল, কূপ, সাগর, বিগলিত বরফ, বৃষ্টি ইত্যাদির পানি পবিত্র।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমরা বুযা'আ কূপের পানি দ্বারা ওযু করতে পারবো কি? তা এমন কূপ যাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করা হয়। তখন তিনি বলেনঃ

الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

(আবুদাউদ, হাদীস ৬৬.তিরমিযী, হাদীস ৬৬)

অর্থাৎ পানি বলতেই তা পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী। কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করতে পারে না।

নদীর পানি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেনঃ

هُوَالطَّهُوْرُمَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

(আবুদাউদ, হাদীস ৮৩.তিরমিযী, হাদীস ৬৯ নাসায়ী, হাদীস ৩৩১ ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ আহমাদ, হাদীস ৭১৯২)

অর্থাৎ সমূদ্রের পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী এবং উহার মৃত হালাল। তবে কোন নাপাক বস্তু কর্তৃক পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে তা নাপাক বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন দ্বিমত নেই।

মূলতঃ কূপ, নদী ইত্যাদির পানি সর্বদা এজন্য পবিত্র কেননা উহার পানি দু' কুল্লা তথা ২২৭ লিটার থেকে ও বেশী। এজন্য কোন নাপাক বস্তু উহাকে অপবিত্র করতে পারে না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَاكَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

(আবুদাউদ, হাদীস ৬৩ তিরমিযী, হাদীস ৬৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৫২৩)

অর্থাৎ যদি পানি দু' কুল্লা তথা ২২৭ লিটার সমপরিমাণ হয় তাহলে উহা কোন নাপাক বস্তু কর্তৃক অপবিত্র হবে না।

তবে দু' কুল্লা থেকে কম হলে যে কোন নাপাক বস্তু উহাকে অপবিত্র করে দেয়। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেনঃ

لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَجُنُبٌ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৩)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় (অর্থাৎ যখন গোসল ফরয হয়) স্থির পানিতে গোসল করবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَيَجْرِيْ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

(বুখারী, হাদীস ২৩৯)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর ওযু করবে না।

পানির প্রকারভেদঃ

পানি তিন প্রকারঃ

১. পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী পানিঃ

যে পানি নিজ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বহাল রয়েছে সে পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী পানি। যেমনঃ বৃষ্টির পানি এবং ভূমি থেকে উদ্গত যে কোন পানি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾

(আন্ফাল : ১১)

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ তাক্বীরে তাহ্রীমা ও কিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে অনুচ্চস্বরে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ

(বুখারী, হাদীস ৭৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৯৮)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্গুলো পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধৌত করুন। এ প্রকারের পানি আবার তিন ভাগে বিভক্তঃ

ক. যা ব্যবহার করা হারাম। তবে তা বিধানগত নাপাকী (ওযু, গোসল বা

তায়াম্মুমের মাধ্যমে যা দূর করা হয়) দূর করতে সক্ষম না হলেও বাহ্য নাপাকী (মল, মূত্র, ঋতুস্রাব ইত্যাদি) দূর করতে সক্ষম। এ পানি এমন যা জায়েয পন্থায় সংগৃহীত নয়। যেমনঃ আত্মসাৎ বা বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে আনা পানি।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ঐতিহাসিক 'আরাফা ময়দানে বিদায়ী ভাষণে বলেনঃ

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا

(মুসলিম, হাদীস ১২১৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের খুন ও সম্পদ পরস্পরের উপর হারাম যেমনিভাবে হারাম এ দিনে, এ মাসে ও এ শহরে খুনখারাবি করা।

খ. যা বিকল্প থাকাবস্থায় ব্যবহার করা মাকরূহ। এ পানি এমন যা বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে আনা অথবা নাপাক জ্বালানি কাঠ বা খড়কুটো দিয়ে উত্তপ্ত করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় পানি নাপাকীর সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়।

হযরত হাসান বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৫১৮)

অর্থাৎ সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করে সংশয়হীন বস্তু অবলম্বন কর। তেমনিভাবে স্বচ্ছ ও নির্মল পানি থাকাবস্থায় কর্পূর, তৈল, আলকাতরা ইত্যাদি মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা মাকরূহ।

গ. যা ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। যেমনঃ পুকুর, নদী, খাল, বিল, কূপ, সাগর, বিগলিত বরফ, বৃষ্টি ইত্যাদির পানি। এ সম্পর্কীয় প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. পবিত্র তবে পবিত্রতা বিধানকারী নয়ঃ

যে পানির রং, স্বাদ বা ঘ্রাণ পবিত্র কোন বস্তুর সংমিশ্রণে বদলে গিয়েছে। এমনকি অন্য নাম ধারণ করেছে। যেমনঃ শিরা, শুরুয়া ইত্যাদি। তা পবিত্র তবে পবিত্রতা বিধানের কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে।

৩. যা নাপাক ও ব্যবহার করা হারামঃ

যে পানিতে নাপাকী পড়েছে অথচ তা দু' কুল্লা থেকে কম অথবা দু' কুল্লা বা ততোধিক কিন্তু নাপাকী পড়ে উহার রং, ঘ্রাণ বা স্বাদের কোন একটির পরিবর্তন ঘটেছে। এমতাবস্থায় সে পানি নাপাক ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কীয় প্রমাণাদি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

মাটি কর্তৃক পবিত্রতাঃ

পবিত্রতার্জনের ক্ষেত্রে পাক মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত। পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা ওযু-গোসলের পানি যোগানো অসম্ভব প্রমাণিত হলে পানির পরিবর্তে পবিত্র মাটি কর্তৃক পবিত্রতার্জন করার শরয়ী বিধান রয়েছে।

হযরত আবু যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৩২, ৩৩৩ নাসায়ী, হাদীস ৩২১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রতার্জনের এক বিকল্প মাধ্যম। যদিও সে দশ বছর নাগাদ পানি না পায়।

নাপাকীর প্রকারভেদ ও পবিত্রতার্জনঃ

শরীয়তের পরিভাষায় নাপাকী বলতে দূরীকরণাবশ্যক ময়লাবর্জনাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

(মুদ্দাস্‌সির : ৪)

অর্থাৎ তোমরা পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾

(বাকারা : ২২২)

অর্থাৎ তারা (সাহাবারা) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবেনা যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের সাথে সে পথেই সহবাস করবে যে পথে সহবাস করা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন অর্থাৎ সম্মুখ পথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন।

নাপাকীর প্রকারভেদঃ

নিম্নে কিছু সংখ্যক নাপাকীর বর্ণনা তুলে ধরা হলোঃ

১. মানুষের মল-মূত্রঃ

মানুষের মল-মূত্র নাপাক।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَايُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا

فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ

(বুখারী, হাদীস ২১৬, ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বললেনঃ কবর দু'টিতে শায়িত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তবে উভয়কে বড় কোন গুনাহ্'র কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপরজন চোগলখোরী (একজনের কথা আরেক জনকে বলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া) করতো।

মল-মূত্র ত্যাগের শর'য়ী নিয়মঃ

বাথরুমে প্রবেশের সময় যে দোয়া পড়তে হয়ঃ

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন মল-মূত্র ত্যাগের জন্য বাথরুমে প্রবেশের ইচ্ছে করতেন তখন বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

(বুখারী, হাদীস ১৪২ মুসলিম, হাদীস ৩৭৫)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অপবিত্র জ্বিন ও জ্বিন্নীর (অনিষ্টতা) থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি আরো বলেনঃ বাথরুম হচ্ছে জ্বীন ও শয়তানের অবস্থানক্ষেত্র। তাই যখন তোমরা সেখানে যাবে তখন বলবেঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

(আবুদাউদ, হাদীস ৬ ইব্নু খুযাইমা, হাদীস ৬৯)

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অপবিত্র জ্বিন ও জ্বিন্নীর (অনিষ্ট) থেকে।

বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে بِسْمِ اللهِ টুকুও পড়ে নিবে।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَ عَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَــلاَءَ ؛ أَنْ يَقُوْلَ : بِسْمِ اللهِ

(তিরমিযী, হাদীস ৬০৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ২৯৭)

অর্থাৎ মানুষের সতর (যা ঢেকে রাখা ফরয) ও জ্বিনদের চোখের মাঝে আড় হচ্ছে যখন মানুষ বাথরুমে প্রবেশ করবে তখন বলবেঃ বিস্মিল্লাহি।

বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় যে দোয়া পড়তে হয়ঃ

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন রাসূল ﷺ বাথরুম থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ

غُفْرَانَكَ

(আবুদাউদ, হাদীস ৩০ তিরমিযী, হাদীস ৭ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩০০)

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মল-মূত্র ত্যাগ সম্পর্কীয় মাস্আলা সমূহঃ

১. মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হওয়া অথবা কিবলাকে পেছন দেয়া জায়েয নয়।

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ

(বুখারী, হাদীস ৩৯৪ মুসলিম, হাদীস ২৬৪)

অর্থাৎ তোমরা যখন প্রস্রাব বা পায়খানার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করবে তখন কিবলামুখী হবে না এবং কিবলাকে পশ্চাতে ও দেবে না। উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী আবু আইয়ূব আন্সারী رضي الله عنه বলেনঃ আমরা সিরিয়ায় সফর করলে সেখানের বাথরুম গুলো কিবলামুখী দেখতে পাই। তখন আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিবলা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জাকর্ম সম্পাদন করি।

২. গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা তথা মল-মূত্র পরিষ্কার করা জায়েয নয়।

হযরত সাল্মান ফারসী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَـائِطٍ أَوْ بَـوْلٍ ، أَوْ نَـسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৬২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে কিব্লামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা, তিনটি ঢিলার কমে ইস্তিঞ্জা এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

হাড় হচ্ছে জ্বিনদের খাদ্য এবং মানবপালিত পশুর মল হচ্ছে জ্বিনদের পশুর খাদ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্‌ঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জ্বিনরা যখন রাসূল ﷺ কে তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি বলেনঃ

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْماً ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে এমন প্রতিটি হাড় তোমাদের খাদ্য। তা তোমরা গোস্তে পরিপূর্ণ পাবে। তেমনিভাবে উটের প্রতিটি মলখন্ড তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

(বুখারী, হাদীস ৩৮৬০ মুসলিম, হাদীস ৪৫০)

অর্থাৎ অতএব তোমরা এ দু'টি বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ, ওগুলো তোমাদেরই ভাই জ্বিনদের খাদ্য।

৩. পথে-ঘাটে, বৈঠকখানা অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

اِتَّقُوْااللَّعَّانَيْنِ، قَالُوْا: وَمَااللَّعَّانَانِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَلَّى فِـيْ طَرِيْـقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৯)

অর্থাৎ তোমরা অভিশাপের দু'টি কারণ হতে দূরে থাকো। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) বললেনঃ অভিশাপের কারণ দুটি কি? তিনি বললেনঃ পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।

হযরত মু'আয ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اِتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ : اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ ، وَالظِّلِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩২৮)

অর্থাৎ তোমরা তিনটি অভিশাপের কারণ থেকে দূরে থাকোঃ নদী বা পুকুর ঘাট, পথের মধ্যভাগ ও ছায়ায় মল ত্যাগ করা থেকে।

৪. ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ বা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয নয়।

হযরত আবু ক্বাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِيْ الإِنَاءِ ، وَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَـرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ

(বুখারী, হাদীস ১৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ না করে। বাথরুমে প্রবেশ করলে যেন ডান হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে। এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ঢিলা-কুলুপও না করে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

وَ لاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِه

(বুখারি, হাদীস ১৫৩ , ১৫৪ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

অর্থাৎ এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জাও না করে।

৫. ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে বেজোড় ব্যবহার করতে হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ

(বুখারি, হাদীস ১৬১, ১৬২ মুসলিম, হাদীস ২৩৭)

অর্থাৎ ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে বেজোড় ব্যবহার করবে।

৬. ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে কমপক্ষে তিনটি ব্যবহার করতে হয়।

হযরত সাল্মান ফারসী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৬২ আবুদাউদ, হাদীস ৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেন ; যেন আমাদের কেউ তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করে।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ পায়খানা করতে গেলে সাথে তিনটি ঢিলা নিবে এবং তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে। কারণ, এ তিনটি ঢিলাই তার জন্য যথেষ্ট।

এ হাদীসটি ইস্তিঞ্জার সময় শুধু ঢিল বা ঢিলা ব্যবহার যথেষ্ট হওয়ার প্রমাণ।

৭. মল-মূত্র ত্যাগের সময় আপনাকে কেউ যেন দেখতে না পায়।

হযরত জাবের রضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ২)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করতেন তখন এতদূর যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

৮. পানি, ঢিলা অথবা যে কোন মর্যাদাহীন পবিত্র বস্তু দিয়ে ভালভাবে ইস্তিঞ্জা করে নিবে যাতে উভয় দ্বার সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়। ইস্তিঞ্জা মূলত তিন প্রকারেরঃ

- প্রথমে ঢিলা অতঃপর পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা। প্রয়োজনে উভয়টি একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। তবে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কখনোই ঠিক হবেনা। কারণ, বিশুদ্ধ হাদীসে উভয়টি একসঙ্গে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ নেই।
- শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা।
- ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু ঢিলাব্যবহার করা।

শুধু ঢিলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার প্রমাণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার ব্যাপারে হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَ غُلاَمٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ

(বুখারী, হাদীস ১৫০, ১৫১, ১৫২ মুসলিম, হাদীস ২৭০, ২৭১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ পায়খানায় গেলে আমি এবং আমার সমবয়সী একটি ছেলে এক লোটা পানি ও একটি হাতের লাঠি নিয়ে রাসূল ﷺ এর অপেক্ষায়

থাকতাম। অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْ أَهْلِ قُبَاءَ ﴿ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَن يَّتَطَهَّرُوْا ﴾ قَالَ: كَانُوْايَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৬৩)

অর্থাৎ উক্ত আয়াতটি "তাতে এমন লোক রয়েছে যারা অধিক পবিত্রতাকে পছন্দ করে" (তাওবা ১০৮) কোবাবাসীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেনঃ তারা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতো। অতএব তাদের সম্পর্কেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

উক্ত হাদীস ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু ঢিলাব্যবহারের চাইতে কেবল পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা উত্তম হওয়ার প্রমাণ।

৯. প্রস্রাব করার সময় কোন ব্যক্তি সালাম দিলে উত্তর দেওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় কোন কথা ও বলা যাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ رَجُلٌ ، وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ৩৭০)

অর্থাৎ জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। তখন সে তাঁকে সালাম দিলে তিনি কোন উত্তর দেননি। হযরত মুহাজির বিন কুনফুয ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল ﷺ প্রস্রাব করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দেননি। তবে তিনি দ্রুত ওযু সেরে তার নিকট এ বলে আপত্তি জানানঃ

إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ –عَزَّ وَ جَلَّ– إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْقَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৭)

অর্থাৎ আমি অপবিত্র থাকাবস্থায় আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করা অপছন্দ করি।

১০. গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষেধ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّه , ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৭, ২৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ গোসলখানায় প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না।

১১. ওযু ও ইস্তিঞ্জার লোটা ভিন্ন হওয়া উচিত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ

(আবুদাউদ, হাদীস ৪৫)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন বাথরুমে যেতেন তখন আমি জগ বা লোটায় পানি নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম। অতঃপর তিনি তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। এরপর তিনি জমিনে হাত ঘষে নিতেন। পুনরায় আমি আরেকটি লোটা পানি নিয়ে আসলে তিনি তা দিয়ে ওযু করতেন।

১২. মল-মুত্র ত্যাগ বা ভোজনের বেশী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা প্রথমে সেরে নিবে। অতঃপর নামায আদায় করবে। কারণ, তা প্রথমে না সেরে নামায আদায় করতে গেলে নামাযে মন স্থির হবে না বরং অস্থিরতায় ভুগতে হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَ لاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

(মুসলিম, হাদীস ৫৬০)

অর্থাৎ খাবার উপস্থিত (প্রয়োজনও রয়েছে) মল-মূত্রের চাপও রয়েছে এমতাবস্থায় নামায আদায় হবেনা।

১৩. মল-মূত্র ত্যাগের সময় সম্পূর্ণরূপে বসার প্রস্তুতি নিলেই কাপড় খুলবে ; তার পূর্বে নয়।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪ আবুদাউদ, হাদীস ১৪)

অর্থাৎ নবী ﷺ মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করলে ভূমির নিকটবর্তী হলেই কাপড় খুলতেন। নইলে নয়।

১৪. আল্লাহ্'র নাম লিখিত আছে এমন কোন বস্তু সঙ্গে নিবেনা। তবে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে নেয়া যেতে পারে।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৯ তিরমিযী, হাদীস ১৭৪৬ ইব্নু মাযাহ, হাদীস ৩০৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ পায়খানার জায়গায় যেতে চাইলে হাতের আংটি খুলে রাখতেন। কারণ, তাঁর আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ শব্দগুলো খচিত ছিল।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন বস্তু সঙ্গে রাখা উচিৎ নয় যাতে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নাম লিখিত রয়েছে। কারণ, তা নিয়ে অপবিত্র স্থানে গেলে আল্লাহ্ তা'আলার নামের চরম অসম্মান হয়।

এ কথা তো নিশ্চিত নয় যে, রাসূল ﷺ সর্বদা আংটিটি পরেই থাকতেন। তা হলে পায়খানায় যাওয়ার সময় তা খুলে রাখার প্রশ্ন আসতো।

১৫. স্থির পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَيَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

(বুখারী, হাদীস ২৩৯ মুসলিম, হাদীস ২৮২)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না।

১৬. ইস্তিঞ্জা করার পর হাতখানা মাটি দিয়ে ঘষে অতঃপর ধুয়ে নিবে।

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৫৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ মল-মূত্র ত্যাগ করে এক লোটা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করেছেন। অতঃপর মাটি দিয়ে নিজের হাত ঘষে নিয়েছেন।

১৭. বসার স্থান চাইতে তুলনামূলক নরম ও নিচু স্থানে প্রস্রাব করবে। যাতে প্রস্রাবের ছিঁটা-ফোঁটা নিজের শরীরে না পড়ে।

প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বাঁচার কঠিন নির্দেশঃ

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَايُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَــدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ

(বুখারী, হাদীস ২১৬, ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ নবী ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বললেনঃ কবরদু'টিতে শায়িত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তবে উভয়কে বড় কোন গুনাহ্'র কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে

সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপরজন চোগলখোরী (একজনের কথা আরেক জনকে বলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া) করতো।

উক্ত হাদীস থেকে এটাই বুঝা গেলো যে, প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই যারা প্রস্রাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে না, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদকে প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে রক্ষা করে না, এমনকি প্রস্রাবের পর পানি না পেলে ডেলা-কুলুপ, টিসু ইত্যাদিও ব্যবহার করে না তাদের জানা উচিত, প্রস্রাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করা কবরে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮. বিনা প্রয়োজনে বাটি বা পাত্রে প্রস্রাব করা নিষেধ। তবে কোন প্রয়োজন থাকলে তা করা যেতে পারে।

হযরত উমাইমা বিন্‌ত্ রুক্বাইক্বা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ ، يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৪)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর খাটের নীচে কাঠের একটি পেয়ালা ছিল যাতে তিনি রাত্রিবেলায় প্রস্রাব করতেন।

১৯. গর্তমুখে প্রস্রাব করা নিষেধ।

বর্ণিত রয়েছেঃ

بَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﷺ فِيْ جُحْرٍ بِالشَّامِ ، ثُمَّ اسْتَلْقَى مَيِّتاً

(আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৬৭৭৮)

অর্থাৎ হযরত সা'আদ বিন 'উবাদা ﷺ কে সিরিয়ার কোন এক গর্তে প্রস্রাব করার পর ওখানে মৃত পাওয়া গিয়েছে। কারণ, তাঁকে তথাকার একটি জিন হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করেছিলো। জিনটি দীর্ঘ দিন থেকে সে গর্তেই অবস্থান করছিলো।

বর্ণনাটি কারো কারোর মতে অশুদ্ধ হলেও গর্তমুখে প্রস্রাব করা ঠিক হবেনা। কারণ, তাতে সাপ-বিচ্ছুর আক্রমণের বিপুল আশঙ্কা রয়েছে।

২০. মুসলমানদের কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ।

হযরত 'উক্ববা বিন 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا أُبَالِيْ أَوَسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ

(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ আমার মতে কবরস্থানের মাঝখানে ও বাজারের মধ্যভাগে মল-মূত্র ত্যাগে কোন পার্থক্য নেই। মনুষ্যত্বের বিবেচনায় দু'টোই অপরাধ।

মল-মূত্র থেকে পবিত্রতাঃ

ভূমির পবিত্রতাঃ

বিছানা, ঘর বা মসজিদের কোন অংশে প্রস্রাব অথবা অন্য কোন নাপাক (যা দৃশ্যমান) দেখা গেলে প্রয়োজন পরিমাণ পানি ঢেলে তা দূরীভুত করবে। একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করলে সাহাবারা তার উপর ক্ষেপে যায়। তখন রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেনঃ

دَعُوْهُ وَ هَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْباً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَ لَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ২২০, ৬১২৮ মুসলিম, হাদীস ২৮৪, ২৮৫)

অর্থাৎ তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, তাকে বাধা দিও না। তবে প্রস্রাবের উপর এক ঢোল পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে সহজতার জন্যে পাঠানো হয়েছে কঠোরতার জন্যে নয়।

তিনি ওকে ডেকে আরো বলেনঃ

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَ لاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِـــذِكْرِ

اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، وَالصَّلاَةِ ، وَقِرَاءَ ةِ الْقُرْآنِ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৫)

অর্থাৎ এ মসজিদগুলো প্রস্রাব ও ময়লা করার জন্যে নয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্'র যিকির, নামায ও কোরান পড়ার স্থান।

নাপাক কাপড়ের পবিত্রতাঃ

পোশাক-পরিচ্ছদে নাপাক লেগে গেলে তা যদি দৃশ্যমান হয় প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে (শুষ্ক হলে) অথবা যে কোন পন্থায় (শুষ্ক না হলে) পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।

হযরত আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক মহিলা রাসূল ﷺ কে ঋতুস্রাব কলুষিত পোষাকের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لْتُصَلِّيْ فِيْهِ

(বুখারী,হাদীস ২২৭, ৩০৭ মুসলিম, হাদীস ২৯১)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর পোষাক ঋতুস্রাব কলুষিত হলে প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই তাতে নামায পড়া যাবে।

শাড়ীর নিম্নপাড়ের পবিত্রতাঃ

মহিলাদের বোরকা,পাজামা ও শাড়ীর নিম্নপাড়ে কোন নাপাকী লেগে গেলে হাঁটার সময় পরবর্তী মাটির ঘর্ষণ তা পবিত্র করে দিবে।

রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৩ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩)

অর্থাৎ পরবর্তী ধুলোমাটির মিশ্রণ উহাকে পবিত্র করে দিবে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব থেকে পবিত্রতাঃ

যে বাচ্চার খাদ্য শুধুমাত্র মায়ের দুধ সে ছেলে হলে এবং কোন কাপড়ে প্রস্রাব করলে তার প্রস্রাবের উপর পানির ছিঁটা দিলেই কাপড়টি পাক হয়ে যাবে। আর সে মেয়ে হলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

হযরত উম্মে কাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ بِابْنٍ لِيْ صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَىْ ثَوْبِه فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ

(বুখারী, হাদীস ২২৩ মুসলিম, হাদীস ২৮৭ আবুদাউদ, হাদীস ৩৭৪)

অর্থাৎ আমি আমার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে কোলে উঠিয়ে নেন। অতঃপর শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দেয়। তখন তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তা কাপড়ে ছিঁটিয়ে দেন। তবে তিনি কাপড় ধোননি।

হযরত লুবাবা বিনত হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَعْطِنِيْ ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৫২৮ আবুদাউদ, হাদীস ৩৭৫)

অর্থাৎ একদা হুসাইন বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী ﷺ এর কোলে প্রস্রাব করে দিলে আমি তাঁকে বললামঃ ময়লা (প্রস্রাবকৃত) কাপড়টি আমাকে দিন এবং আপনি অন্য একটি কাপড় পরে নিন। তখন তিনি বললেনঃ দুগ্ধপোষ্য ছেলের প্রস্রাব পানি ছিঁটিয়ে দিলেই পাক হয়ে যায়। আর মেয়েদের প্রস্রাব ধুয়ে নিতে হয়।

হযরত 'আলী رضي الله عنه বলেনঃ

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَ يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৭)

অর্থাৎ মেয়েদের প্রস্রাব ধুয়ে নিতে হবে আর দুগ্ধপোষ্য ছেলের প্রস্রাব পানি ছিঁটিয়ে দিলেই চলবে।

নাপাক জুতোর পবিত্রতাঃ

জুতো-সেন্ডেলে নাপাকী লেগে গেলে ওগুলোকে মাটিতে ভাল ভাবে ঘষে নিলেই চলবে। যাতে নাপাক দূর হয়ে যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ ، فَإِنْ رَأَى فِـيْ نَعْلَيْـهِ قَـذَراً أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَ لْيُصَلِّ فِيْهِمَا

(আবুদাউদ,হাদীস ৬৫০)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে জুতোয় ময়লা (নাপাকী) আছে কিনা দেখে নিবে। তাতে ময়লা পরিলক্ষিত হলে ঘষে-মুছে পরিষ্কার করে নিবে এবং জুতো পরাবস্থায়ই নামায আদায় করবে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِه الأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নিজ জুতো দিয়ে ময়লা (নাপাকী) মাড়িয়ে গেলে পবিত্র মাটির ঘর্ষণ উহাকে পবিত্র করে দিবে।

২. কুকুরের উচ্ছিষ্টঃ

কুকুর কর্তৃক অপবিত্র থালা-বাসন ইত্যাদির পবিত্রতাঃ

কুকুর কোন থালা-বাসনে মুখস্থাপন করলে ওগুলোকে সাত বার ধুয়ে নিবে এবং উহার প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষে নিবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৯)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর প্লেটে কুকুর মুখস্থাপন করলে উহাকে পবিত্র করতে হলে সাত বার পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে এবং উহার প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষে নিবে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৯)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর পানপাত্রে কুকুর মুখস্থাপন করলে তাতে খাদ্য পানীয় যা কিছু রয়েছে উহার সবটুকুই ঢেলে দিবে। অতঃপর উহাকে সাতবার ধুয়ে নিবে।

৩. প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত ও মৃত জন্তুঃ

উপরোক্ত বস্তুগুলো নাপাক।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوْحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾

(আন'আম : ১৪৫)

অর্থাৎ আপনি (রাসূল ﷺ) বলে দিনঃ আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানের মধ্যে কোন আহারকারীর উপর কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন পাইনি। তবে শুধু মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোস্ত যা হারাম করা হয়েছে। কেননা, তা নিশ্চিত নাপাক ও শরীয়ত বিগর্হিত বস্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

তবে মৃত মাছ ও পঙ্গপাল পবিত্র ও খাওয়া জায়েয।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أُحلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَــرَادُ ، وَأَمَّـــا الــدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩২৭৮, ৩৩৭৭)

অর্থাৎ আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব ও দু'ধরণের রক্ত হালাল করে দেয়া হয়েছে। মৃত দু'টি হচ্ছে ; মাছ ও পঙ্গপাল এবং রক্তগুলো হচ্ছে ; কলিজা ও তিল্লী।

এ ছাড়া সকল মৃত জীব নাপাক। কিন্তু মোসলমান। সে কখনো এমনভাবে নাপাক হতে পারে না। যে নাপাকী দূরীকরণ কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ

(বুখারী, হাদীস ২৮৩ মুসলিম, হাদীস ৩৭২)

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মোসলমান কখনো নাপাক হয় না।

যে জীবের রক্ত বহমান নয় সে ধরণের জীব প্রাণত্যাগ করলে তা নাপাক হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِيْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَ الأُخْرَى شِفَاءً

(বুখারী, হাদীস ৩৩২০)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর খাদ্যপানীয়তে মাছি বসলে ওকে তাতে ডুবিয়ে অতঃপর উঠিয়ে নিবে। কারণ, তার একটি ডানায় রয়েছে রোগ এবং অপরটিতে রয়েছে উপশম।

মৃত পশুর চামড়া সংক্রান্ত বিধানঃ

যে কোন মৃত পশুর চামড়া (যা জীবিতাবস্থায় যবাই করে খাওয়া হালাল) দাবাগত (শুকিয়ে বা কোন মেডিসিন ব্যবহার করে দূর্গন্ধমুক্ত করে নেয়া) করে নিলে তা পাক হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تُصُدِّقَ عَلَىْ مَوْلاَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

(মুসলিম, হাদীস ৩৬৩ বুখারী,হাদীস ১৪৯২, ২২২১)

অর্থাৎ হযরত মাইমুনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর জনৈকা আজাদকৃত বান্দীকে একটি ছাগল ছাদকা দেয়া হলে তা মরে যায়। ইতোমধ্যে ছাগলটির পাশ দিয়ে রাসূল ﷺ যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা যদি এর চামড়া দাবাগত করে কাজে লাগাতে। সাহাবারা বললেনঃ ছাগলটি তো মৃত। তিনি বললেনঃ মৃত ছাগল খাওয়া হারাম। তবে তার চামড়া দাবাগত করে যে কোন কাজে লাগানো জায়েয।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا

(বুখারী,হাদীস ৬৬৮৬)

অর্থাৎ আমাদের একটি ছাগল মরে গেলে ওর চামড়া দাবাগত করে আমরা একটি মশক বানিয়ে নিয়েছিলাম। যাতে আমরা নাবীয (খেজুর পানিতে ভিজিয়ে যা তৈরী করা হয়) তৈরী করতাম। এমনকি মশকটি পুরাতন হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

(মুসলিম, হাদীস ৩৬৬)

অর্থাৎ কোন কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

উপরোক্ত হাদীসটি শূকর ব্যতীত যবেহ্ করে খাওয়া হালাল বা হারাম যে কোন ধরণের পশুর চামড়া দাবাগত করলে পবিত্র হয়ে যায় তা প্রমাণ করে।

তবে যে পশুরা নিজ শিকারকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে খায় ওদের চামড়া কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

হযরত আবুল্ মালীহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ

(আবুদাউদ,হাদীস ৪১৩২ তিরমিযী,হাদীস ১৭৭১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ছিঁড়ে-ফুঁড়ে খায় এমন পশুদের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

মৃত পশুপাখির কেশর, পশম, পালক ইত্যাদি পবিত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَ مَتَاعاً إِلَى حِيْنٍ ﴾

(নাহ্ল : ৮০)

অর্থাৎ তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পশুদের পশম, লোম ও কেশ হতে ক্ষণকালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

৪. বীর্যঃ

বীর্য বলতে উত্তেজনাসহ লিঙ্গাগ্র দিয়ে লাফিয়ে পড়া শুভ্র বর্ণের গাঢ় পানিকে বুঝানো হয়। তা নির্গত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। বীর্য পবিত্র বা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ; বীর্য পবিত্র। এতদ্সত্ত্বেও বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া এবং শুষ্ক হলে তা খুঁটিয়ে ফেলা মুস্তাহাব।

একদা হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর মেহমানখানায় জনৈক ব্যক্তি রাত্রিযাপন করলে তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। অতঃপর সে নিজের বীর্যযুক্ত পোশাক ধুয়ে ফেলে লজ্জা ও ঝামেলা বোধ করছিল। এমতাবস্থায় ব্যাপারটি হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর কর্ণগত হলে তিনি তাকে বললেনঃ

إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ ، وَ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرْكاً ، فَيُصَلِّيْ فِيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৮)

অর্থাৎ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যেখানে বীর্য দেখবে সে জায়গাটুকু ধুয়ে ফেলবে। আর বীর্য দেখা না গেলে সন্দেহজনক জায়গার আশপাশে পানি ছিঁটিয়ে দিবে। নিশ্চয়ই আমি রাসুল ﷺ এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরেই নামায পড়তে যেতেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَ إِنِّيْ لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَابِساً بِظُفُرِيْ

(মুসলিম, হাদীস ২৯০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি রাসূল ﷺ এর কাপড় থেকে নিজের নখ দিয়ে শুষ্ক বীর্য খুঁটে ফেলতাম।

তিনি আরো বলেনঃ

كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَــاءِ فِيْ ثَوْبِهِ

(বুখারী, হাদীস ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২)

অর্থাৎ আমি রাসুল ﷺ এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে নামায পড়তে যেতেন অথচ তাঁর কাপড়ে পানির দাগ পরিলক্ষিত হতো।

৫. মযিঃ

মযি বলতে সঙ্গমচিন্তা বা উত্তেজনাকর যৌন মেলামেশার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানিকে বুঝানো হয়। তা অপবিত্র।

মযি বের হলে গোসল করতে হয় নাঃ

শরীরে কোন যৌন উত্তেজনা অনুভব করলে লিঙ্গাগ্র দিয়ে অল্পসামান্য আঠালো পানি বের হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কোন সুস্থ পুরুষের পক্ষেই অসম্ভব। তাই ইসলামী শরীয়ত তা থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে তেমন কোন কঠোরতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং কারোর মযি বের হলে শুধু লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ধুয়ে ওযু করে নিলেই চলবে। তবে শরীরের কোথাও লেগে গেলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার খুব মযি বের হতো। তবে আমি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ, তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) আমার বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। তাই আমি হযরত মিক্‌দাদ বিন আস্‌ওয়াদ رضي الله عنه কে এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে জেনে নিতে অনুরোধ করলাম। তখন রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ

(বুখারী, হাদীস ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩)

অর্থাৎ লিঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিবে।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَ هُ لِلصَّلَاةِ

(আবুদাউদ, হাদীস ২০৬, ২০৭, ২০৮)

অর্থাৎ লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ধুয়ে নিবে এবং নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিবে।

লুঙ্গি, পাজামা ও প্যান্টের কোথাও মযি লেগে গেলে এক চিল্লু পানি হাতে

নিয়ে সেখানে ছিঁটিয়ে দিলেই চলবে। তবে তা ধোয়াই সর্বোত্তম। কারণ, মযি তো নাপাকই। পাক তো আর নয়।

হযরত সাহ্ল বিন হুনাইফ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেনঃ

فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৫ আবুদাউদ, হাদীস ২১০)

অর্থাৎ মযি কাপড়ে লেগে গেলে কি করতে হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ এক কোষ বা চিল্লু পানি নিয়ে কাপড়ের যেখানে মযি লেগেছে ছিঁটিয়ে দিবে। তাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীসে "নায্'হুন" শব্দটি হালকা ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। তাই ধোয়াই সর্বোত্তম।

৬. ওদি ঃ

ওদি বলতে সাধারণত প্রস্রাবের আগে-পরে লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত শুভ্র বর্ণের গাঢ় ঘোলাটে পানিকেই বুঝানো হয়। তা থেকে পবিত্রতার জন্য লিঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিলেই চলবে। তবে শরীরের কোন জায়গায় ওদি লেগে গেলে তাও ধুয়ে নিতে হবে।

মনি, মযি ও ওদির মধ্যে পার্থক্য ঃ

মযি হচ্ছে ; উত্তেজনার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানি। আর মনি হচ্ছে ; চরম উত্তেজনাসহ লিঙ্গাগ্র দিয়ে লাফিড়ে পড়া শুভ্র বর্ণের গাঢ় পানি। যা মানব সৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। এতে গোসল ফরয হয়। তেমনিভাবে ওদি হচ্ছে ; প্রস্রাবের আগে-পরে নির্গত শুভ্র বর্ণের ঘোলাটে পানি। এতে গোসল ফরয হয় না।

৭. মহিলাদের ঋতুস্রাবঃ

ঋতুস্রাব বলতে প্রতি মাসে মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত নিয়মিত স্বাভাবিক রক্তস্রাবকে বুঝানো হয়। তা কোন পোশাকে লেগে গেলে ঘষে-মলে ধুয়ে নিলেই চলবে।

হযরত আস্মা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈকা মহিলা নবী ﷺ কে ঋতুস্রাব কলুষিত পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনঃ

إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ

(বুখারী, হাদীস ২২৭, ৩০৭ মুসলিম, হাদীস ২৯১)

অর্থাৎ আমাদের কারো কারোর কাপড়ে কখনো কখনো ঋতুস্রাব লেগে যায়। তখন আমাদের করণীয় কি? তিনি বললেনঃ বস্ত্রখন্ডটি ঘষে-মলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে। অতঃপর তা পরেই নামায পড়তে পারবে।

তবে যৎসামান্য হলে তা না ধুলেও কোন অসুবিধে নেই।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮)

অর্থাৎ আমাদের কারোর একটিমাত্র কাপড় ছিল যা সে ঋতুকালেও পরতো। অতএব তাতে সামান্যটুকু ঋতুস্রাব লেগে গেলে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দিয়ে মলে নিতো।

ঋতুবতী সংক্রান্ত কিছু মাস্আলাঃ

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা নিষেধঃ

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা মারাত্মক গুনাহ্'র কাজ।

আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾

(বাকারাহ : ২২২)

অর্থাৎ তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসেও লিপ্ত হবে না।

তবে ঘটনাচক্রে এমতাবস্থায় কেউ সহবাস করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সন্তুষ্টির আশায় এক দিনার বা অর্ধ দিনার তাঁর রাস্তায় সাদাকা করে দিবে।

হযরত ইব্নি আব্বাস্ (রাযিয়ালাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ঋতুকালীন সহবাসকারী সম্পর্কে বলেনঃ

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍأَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ

(আবুদাউদ, হাদীস ২৬৪)

অর্থাৎ সে এক দিনার (সাড়ে চার মাশা পরিমাণ স্বর্ণ) বা অর্ধ দিনার সাদাকা করে দিবে।

ঋতুবতী মহিলার সাথে মেলামেশাঃ

ঋতুবতী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, মেলামেশা, চুমাচুমি , উত্তেজনাকর স্পর্শ বা জড়াজড়ি ইত্যাদি জায়েয।

মোট কথা, সহবাস ছাড়া যে কোন কাজ ঋতুবতী মহিলার সাথে জায়েয।

হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ইহুদী সম্প্রদায় তাদের মধ্যে কোন মহিলা ঋতুবতী হলে তার সাথে খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা এমনকি একই ঘরে বসবাস করাও বন্ধ করে দিতো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

(মুসলিম, হাদীস ৩০২)

অর্থাৎ ঋতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া সব কাজই করতে পারো।

হযরত আয়শা (রাযিয়ালাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

(বুখারী, হাদীস ৩০২, ৩০৩ মুসলিম, হাদীস ২৯৩, ২৯৪)

অর্থাৎ আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে এবং রাসূল ﷺ তার সাথে মেলামেশা করতে চাইলে ঋতুস্রাব চলমান থাকাবস্থায় তাকে মজবুত করে ইযার (নিম্নবসন) পরতে বলতেন। তখন তিনি তার সাথে মেলামেশা করতেন। হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ তোমাদের কেউকি রাসূল ﷺ এর মতো নিজ যৌনতাড়নাকে সংবরণ করতে পারবে? অবশ্যই নয়।

এতদসত্ত্বেও যখন রাসূল ﷺ এতো সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। সরাসরি তিনি স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করতে যান নি। তাহলে আমরা নিজের উপর কতটুকু ভরসা রাখতে পারবো তা আমরা ভালোভাবেই জানি।

হযরত আয়শা (রাযিয়ালাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ

نَاوِلِيْنِيْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّيْ حَائِضٌ ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮)

অর্থাৎ মসজিদ থেকে বিছানাটা দাওতো। তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ স্রাব তো তোমার হাতে লেগে থাকে নি।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়ালাহু আনহা) আরো বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ– يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَ أَنَا حَائِضٌ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

(বুখারী, হাদীস ২৯৭ মুসলিম, হাদীস ৩০১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমার কোলে ভর দিয়ে কোর'আন শরীফ পড়তেন। অথচ আমি ঋতুবতী ছিলাম।

ঋতুবতী মহিলার কোর'আন পাঠঃ

জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কোর'আন শরীফ মুখস্থ তিলাওয়াত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া যায় না। তবে রাসূল ﷺ পেশাব করার সময় যখন জনৈক সাহাবি তাঁকে সালাম দেন তখন তিনি ওযু না করে সালামের উত্তর দেয়া অপছন্দ করেন। এ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়না যে, জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কোর'আন তিলাওয়াত করা অবশ্যই অপছন্দনীয়।

হযরত মুহাজির বিন কুনফুয্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ –عَزَّ وَجَلَّ– إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ

(আবুদাউদ, হাদীস ১৭ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ২৮৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর নিকট আসলাম যখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ কে সালাম দিলে তিনি ওযু না করা পর্যন্ত অত্র সালামের উত্তর দেননি। এতদ্ কারণে তিনি আমার নিকট এ বলে কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, পবিত্র না হয়ে আলাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়।

তবে কোর'আন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন যিকির করায় কোন অসুবিধে নেই। কেননা, হযরত 'আয়শা (রাযিয়ালাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হজ্জ করতে গিয়ে আমি ঋতুবতী হয়ে গেলে রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ

افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

(বুখারী, হাদীস ২৯৪, ১৬৫০ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

অর্থাৎ তুমি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ ব্যতীত সব কাজই করতে পার যা হাজ্জীসাহেবানরা করে থাকেন। তবে তাওয়াফ করবে পবিত্র হয়ে।

হযরত উম্মে 'আতিয়া (রাযিয়ালাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَ الأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ وَ الْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ

(বুখারী, হাদীস ৯৭৪ মুসলিম, হাদীস ৮৯০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা বয়স্কা, ঋতুবতী ও পর্দানশীন যুবতী মহিলারদেরকে নিয়ে দু'ঈদের নামাযে উপস্থিত হই। তবে ঋতুবতীরা নামাযে উপস্থিত হবেনা। শুধু তারা মোসলমানদের সাথে দো'আয় ও কল্যাণে অংশ নিবে এবং সবার সাথে তাকবীর বলবে।

হযরত আয়শা (রাযিয়ালাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

(মুসলিম,হাদীস ৩৭৩)

অর্থাৎ নবী ﷺ সর্বদা আলাহ্'র যিকিরে মগ্ন থাকতেন।

উক্ত হাদীস গুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে এ ব্যাপারটি সহজে উদঘাটিত হয় যে, জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলাদের জন্য সাধারণ যিকির করায় কোন অসুবিধে নেই। তবে কোন হাফিযা মহিলা যদি কোর'আন শরীফ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করে তা হলে সে মুখস্থ কুর'আন পড়তে ও কাউকে শুনাতে পারে।

ঋতুবতী মহিলার নামায -রোযাঃ

ঋতুবতী মহিলা ঋতু চলাকালীন সময় নামায-রোযা কিছুই আদায় করবে না। তবে যখন সে পবিত্র হবে তখন শুধু রোযাগুলো কাযা (নির্দৃষ্ট সময়ে আদায় করতে না পারা কাজ পরবর্তী সময়ে হুবহু আদায় করা) করে নিবে।

রাসূল ﷺ মহিলাদের ধার্মিকতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ

(বুখারী, হাদীস ৩০৪ মুসলিম, হাদীস ৭৯)

অর্থাৎ এমন নয় কি যে, মহিলাদের যখন ঋতুস্রাব হয় তখন তারা নামায-রোযা কিছুই আদায় করতে পারে না।

হযরত মু'আযা (রাযিয়ালাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত 'আয়শা (রাযিয়ালাহু আন্হা) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ ঋতুবতী মহিলারা শুধু রোযা কাযা করবে, নামায কাযা করবে না এমন হবে কেন? তিনি বললেনঃ তুমি কি হারুরী তথা খারেজী মহিলা? (স্বভাবতঃ তারাই শরীয়তের ব্যাপারে এমন উদ্ভট প্রশ্ন করে থাকে) আমি বললামঃ আপনার ধারণা ঠিক নয়। তবে আমার শুধু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বলেনঃ

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَ لاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

(মুসলিম, হাদীস ৩৩৫)

অর্থাৎ আমাদের ও এমন হতো। তবে আমাদেরকে রোযা কাযা করতে বলা হতো ; নামায নয়।

৮. লিকোরিয়াঃ

লিকোরিয়া বলতে রোগবশত মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত শুভ্র বর্ণের আর্দ্রতাকে বুঝানো হয়।

লিকোরিয়ায় গোসল ফরয হয়নাঃ

মহিলাদের লিকোরিয়া হলে গোসল করতে হবে না। তবে তা নাপাক ও ওযু

বিনষ্টকারী । তাই তা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে ধুয়ে নিতে হবে এবং ওযু করে নিয়মিত নামায আদায় করতে হবে।

৯. ইস্তিহাযাঃ

ইস্তিহাযা বলতে হলদে বা মাটিবর্ণ রক্তস্রাবকে বুঝানো হয় যা রোগবশত ঋতুকাল ছাড়া অন্য সময়ে মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত হয়।

ইস্তিহাযা সংক্রান্ত মাস্‌আলা সমূহঃ

মূলতঃ ইস্তিহাযা এক প্রকার ব্যাধি। তা চলাকালীন নামায বন্ধ রাখা যাবে না।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আবু 'হুবাইশ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) একদা নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّيْ ، ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

(বুখারী, হাদীস ২২৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৫ মুসলিম, হাদীস ৩৩৩)

অর্থাৎ হে রাসুল! সর্বদা আমার স্রাব লেগেই আছে। কখনো পবিত্র হতে পারছিনে। তাই বলে আমি নামায পড়া বন্ধ রাখবো কি? তিনি বললেনঃ না, নামায পড়া বন্ধ রাখবেনা। এ হচ্ছে রোগ যা কোন নাড়ি বা শিরা থেকে বের হচ্ছে। ঋতুস্রাব নয়। তাই যখন ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন নামায পড়া বন্ধ রাখবে। আর যখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঋতুস্রাব শেষ হয়ে যাবে তখন স্রাব পরিষ্কার করে নামায পড়বে। তবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নুতন ওযু করবে।

উক্ত হাদীস থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, মুস্তাহাযা মহিলা পবিত্র মহিলাদের ন্যায়। তবে মুস্তাহাযা মহিলা প্রতি বেলা নামাযের জন্য শুধু নুতন ওযু করবে।

জানা থাকা প্রয়োজন যে, ঋতুস্রাবের রক্ত দুর্গন্ধময় গাঢ় কালো এবং ইস্তিহাযার রক্ত মাটিয়া হলদে।

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আবু হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মুস্তাহাযা হলে রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ؛ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ ؛ فَتَوَضَّئِيْ وَ صَلِّيْ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

(আবুদাউদ,হাদীস ২৮৬)

অর্থাৎ ঋতুস্রাবের রং কালো পরিচিত। যখন তা দেখতে পাবে নামায পড়া বন্ধ রাখবে। তবে অন্য কোন রং দেখা গেলে ওযু করে নামায আদায় করবে। কারণ, তা হচ্ছে ব্যাধি।

হযরত উম্মে 'আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَ الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً

(আবুদাউদ, হাদীস ৩০৭ ইবনি মাযাহ, হাদীস ৬৫৩)

অর্থাৎ আমরা নবীযুগে পবিত্রতার পর হলদে বা মাটিয়া স্রাবকে ঋতুস্রাব মনে করতামনা।

১০. নিফাসঃ

সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব কে আরবীতে নিফাস বলা হয়। পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিফাস ও ঋতুস্রাবের বিধান এক ও অভিন্ন।

নিফাস সংক্রান্ত বিধানঃ

নিফাসের সর্বশেষ সময় চল্লিশ দিন। এর চাইতে কম ও হতে পারে। যখনই স্রাব বন্ধ হবে গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। স্রাব নির্গমন চল্লিশ দিনের বেশী চালু থাকলে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করা হবে। তখন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নুতন ওযু করে নামায পড়বে।

হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

(আবুদাউদ, হাদীস ৩১১ তিরমিযী, হাদীস ১৩৯ ইবনি মাযাহ, হাদীস ৬৫৪)

অর্থাৎ নিফাসী মহিলারা রাসূল ﷺ এর যুগে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায-রোযা বন্ধ রাখতো। এ ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধানে ঋতুবতী ও নিফাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

১১. জাল্লালা (মল ভক্ষণকারী পশু)ঃ

জাল্লালা বলতে মানবমল ভক্ষণকারী সকল পশুকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় পশু অপবিত্র। তবে এ জাতীয় পশুকে যখন অতটুকু সময় বেঁধে রাখা হবে যাতে ওদের মাংস ও দুধ থেকে নাপাকীর দুর্গন্ধ চলে যায় তখন ওদের মাংস ও দুধ খাওয়া যাবে। নতুবা নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَ أَلْبَانِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৮৫, ৩৭৮৬ তিরমিযী, হাদীস ১৮২৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩২৪৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মলভক্ষণকারী পশুর গোস্ত ও দুধ খেতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৮৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মলভক্ষণকারী উটের পিঠে চড়তে ও উহার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিতঃ

كَانَ رضي الله عنه يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الجَلاَّلَةَ ثَلاَثاً

(ইবনু আবী শায়বাহ, হাদীস ২৫০৫)

অর্থাৎ তিনি মলভক্ষণকারী মুরগীকে (গোস্ত খেতে ইচ্ছে করলে) তিন দিন বেঁধে রাখতেন।

১২. ইঁদুরঃ

ইঁদুর অপবিত্র। অতএব জমাট বাঁধা কোন খাদ্যে ইঁদুর পতিত হলে ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী খাদ্য ফেলে দিবে। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য খাওয়া যাবে। হযরত মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ কে ইঁদুর পড়া ঘিয়ের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

أَلْقُوْهَا وَ مَاحَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ

(বুখারী, হাদীস ২৩৫, ২৩৬, ৫৫৩৮, ৫৫৩৯, ৫৫৪০)

অর্থাৎ ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী ঘিটুকু ফেলে দিয়ে বাকি অংশটুকু খেতে পারবে। অন্যদিকে ইঁদুর যদি তরল খাদ্য বা পানীয়তে পতিত হয় তা হলে দেখতে হবে ; যদি পূর্বের ন্যায় ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী খাদ্য ও পানীয়টুকু ফেলে দেয়া সম্ভব হয় যাতে অন্য অংশটুকুর স্বাদে, গন্ধে বা রংয়ে ইঁদুরের কোন আলামত অনুভূত না হয় তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নয়। খাদ্য-পানীয়তে এ ছাড়া অন্য কোন নাপাকী পড়লেও তাতে একই বিধান কার্যকর হবে।

১৩. গোস্ত খাওয়া হারাম এমন যে কোন পশুর মল-মূত্রঃ

গোস্ত খাওয়া হারাম এমন যে কোন পশুর মল-মূত্র নাপাক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَ أَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

(বুখারী, হাদীস ১৫৬)

অর্থাৎ নবী ﷺ বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে আমাকে তিনটি ঢিলা উপস্থিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমি দু'টি ডেলার ব্যবস্থা করলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তৃতীয়টি জোটাতে পারিনি। অতএব আমি একটি গাধার মলখন্ড রাসূল ﷺ এর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি অপর দু'টি ডেলা নিয়ে অত্র মলখন্ডটি ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ এটি অপবিত্র।

তবে গোস্ত খাওয়া হালাল এমন সকল পশুর মল-মূত্র পবিত্র।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা উক্ল বা 'উরাইনাহ্ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে হঠাৎ তারা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেনঃ

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَبْوَالِهَا

(বুখারী, হাদীস ২৩৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৭১)

অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরা সাদাকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পার।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه আরো বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ

(বুখারী, হাদীস ২৩৪ মুসলিম, হাদীস ৫২৪)

অর্থাৎ নবী ﷺ মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ছাগল রাখার জায়গায় নামায পড়তেন।

১৪. মদঃ

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মদ অপবিত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

(মায়িদাহ্ : ৯০)

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর এসব অপবিত্র। শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকবে। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।

নামাযী ব্যক্তির নাপাকী থেকে পবিত্রতাঃ

যদি কোন নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে বা পরে নিজ কাপড়ে, শরীরে বা নামাযের স্থানে নাপাকী আছে বলে অবগত হয় তখন তা তিনের এক অবস্থা থেকে খালি হবে নাঃ

ক. নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যেই নাপাকী সম্পর্কে অবগত হয় এবং তা তখনই দূরীকরণ সম্ভবপর হয়। যেমনঃ কোন কাপড়খন্ডে নাপাকী রয়েছে এবং সতর খোলা ছাড়াই তা ফেলে দেয়া সম্ভব তাহলে তখনই তা ফেলে দিবে। এতেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

খ. আর যদি নামাযের মধ্যেই তা দূরীকরণ সম্ভবপর না হয়। যেমনঃ কাপড়ের মধ্যেই নাপাকী রয়েছে তবে তা ফেলে দিলে সতর খুলে যাবে অথবা নাপাকী শরীরে রয়েছে যা দূর করতে গেলে সতর খুলতে হবে। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে নাপাকী দূর করবে এবং পুনরায় নামায আদায় করে নিবে।

গ. আর যদি নামাযশেষে অবগত হয় যে, নামাযরত অবস্থায় তার শরীরে, কাপড়ে বা নামাযের স্থানে নাপাকী ছিল তাহলে তার আদায়কৃত নামায সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ তিনি নিজ জুতোদ্বয় পা থেকে খুলে নিজের বাম পার্শ্বে রাখলেন। তা দেখে সাহাবারাও নিজ নিজ জুতো খুলে ফেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নামাযশেষে সাহাবাদেরকে বললেনঃ

مَابَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের কি হল? তোমরা জুতো খুলে ফেললে কেন। সাহাবারা বললেনঃ আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেললাম। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَراً أَوْ قَالَ: أَذًى ، فَأَلْقَيْتُهُمَا ، فَإِذَاجَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِيْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيْهِمَا قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৫০)

অর্থাৎ জিব্রীল ﷺ আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, জুতোদ্বয়ে নাপাকী রয়েছে। তাই আমি জুতোদ্বয় খুলে ফেললাম। অতএব তোমাদের কেউ মসজিদে আসলে নিজ জুতোদ্বয় ভালভাবে দেখে নিবে। যদি তাতে নাপাকী পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা মুছে ফেলে তাতেই নামায পড়বে।

তবে কোন ব্যক্তি যদি নামাযশেষে জানতে পারে যে, সে ওযু বা ফরয গোসল বিহীন নামায পড়েছে তাহলে তার নামায কখনো শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে ওযু বা ফরয গোসল সেরে নামায পড়ে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِطُهُوْرٍ

(মুসলিম, হাদীস ২২৪)

অর্থাৎ পবিত্রতা বিহীন কোন নামায কবুল করা হয়না।

পবিত্রতা সংক্রান্ত বিশেষ সূত্রঃ

যে কোন বস্তুর মৌল প্রকৃতি হচ্ছে ; পবিত্রতা এবং ভোজন-ব্যবহার জায়েয হওয়া। যতক্ষণ না এর বিপরীত শরয়ী কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যায়। অতএব উক্ত সূত্রানুসারে যদি কোন মুসলমান কোন কাপড়, পানি ও স্থানের পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ করে তাহলে তা পবিত্র বলেই গণ্য হবে। তেমনিভাবে উক্ত সূত্রানুযায়ী যে কোন থালা-বাসনে পানাহার জায়েয। তবে

স্বর্ণরৌপ্য দিয়ে তৈরী থালা-বাসনে পানাহার জায়েয নয়।

হযরত হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَشْرِبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩ মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণরৌপ্য দিয়ে তৈরী থালা-বাসনে পানাহার করবে না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য আর পরকালে আমাদের জন্য।

সন্দেহ ঝেড়ে মুছে নিশ্চিত অতীতের দিকে প্রত্যাবর্তনঃ

আরেকটি সূত্র হচ্ছে ; সন্দেহ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত অতীতাবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। যেমনঃ কেউ ইতিপূর্বে পবিত্রতার্জন করেছে বলে নিশ্চিত। তবে বর্তমানে সে পবিত্র কি না এ ব্যাপারে সন্দিহান। তাহলে সে উক্ত সূত্রানুযায়ী পবিত্র বলে গণ্য। তেমনিভাবে কেউ যদি নিজের অপবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে কিছুক্ষণ পর সে নিজকে পবিত্র বলে সন্দেহ করছে। তাহলে সে অত্র সূত্রানুসারে অপবিত্র বলেই গণ্য।

একদা নবী ﷺ এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি সর্বদা নামাযরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়েছে বলে সন্দেহ করে থাকেন অভিযোগ করা হলে তিনি বলেনঃ

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً ، أَوْ يَجِدَ رِيْحاً

(বুখারী, হাদীস ১৩৭ মুসলিম, হাদীস ৩৬১)

অর্থাৎ নামায ছেড়ে দিবেনা যতক্ষণ না সে বায়ুনির্গমনধ্বনি শুনতে পায় বা দুর্গন্ধ অনুভব করে।

কোন জিনিসে নাপাকী লেগে গেলে নাপাকী দূর হয়েছে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। তবে নাপাকীর কোন দাগ থেকে গেলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। হযরত খাওলা বিন্ত য়াসার (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি

বললামঃ হে রাসূল! ঋতুস্রাব কলুষিত কাপড় ধোয়ার পরও দাগ থেকে যায় তখন কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ

يَكْفِيْكَ غَسْلُ الدَّمِ ، وَ لاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৫)

অর্থাৎ ঋতুস্রাবের রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। দাগ থেকে গেলে কোন অসুবিধে নেই।

বিড়ালে মুখ দেয়া থালা-বাসনঃ

বিড়াল কোন থালা-বাসনে মুখ দিলে তা অপবিত্র হয় না।

হযরত আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَ الطَّوَّافَاتِ

(আবুদাউদ, হাদীস ৭৫ তিরমিযী, হাদীস ৯২)

অর্থাৎ বিড়াল নাপাক নয়। কারণ, বিড়াল-বিড়ালী তোমাদের আশেপাশেই থাকে। ওদের নাগাল থেকে বাঁচা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সুনানুল্ ফিত্বরাহ্ (প্রকৃতি সম্মত ক্রিয়াকলাপ)ঃ

এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিসম্মত এবং সকল নবীদের নিকট তা ছিল পছন্দনীয়। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. খতনা বা মুসলমানি করাঃ

খৎনা বলতে পুরুষের লিঙ্গাগ্র ঢেকে রাখে এমন ত্বক ছেদনকেই বুঝানো হয়। তাতে পুরো লিঙ্গাগ্রটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তা পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

নবী ﷺ জনৈক নবমুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৬)

অর্থাৎ কুফুরীর কেশ ফেলে দিয়ে খৎনা করে নাও।

এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম عليه السلام আশি বছর বয়সে নিজ খৎনাকর্ম সম্পাদন করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৫৬, ৬২৯৮ মুসলিম, হাদীস ২৩৭০)

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম عليه السلام আশি বছর বয়সে কুড়াল দিয়ে নিজ খৎনাকর্ম সম্পাদন করেন।

ইসলামী শরীয়তে মহিলাদের খৎনারও বিধান রয়েছে। তবে তা তাদের জন্য মুস্তাহাব। মহিলাদের খৎনা বলতে ভগাঙ্কুরের উপরিভাগ একটুখানি কেটে দেয়াকেই বুঝানো হয়।

হযরত উম্মে 'আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈকা মহিলা মদীনা শহরে মেয়েদের খৎনা করাতো। নবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لاَ تُنْهِكِيْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ ، وَ أَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭১)

অর্থাৎ ভগাঙ্কুরাগ্র একটুকরে কেটে দিবে। বেশী নয়। কারণ, ভগাঙ্কুরটি মহিলাদের জন্য আনন্দদায়ক ও সুখকর এবং স্বামীর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

২. নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডন।

৩. বগলের লোম ছেঁড়া।

৪. নখ কাটা।

৫. মোছ কাটাঃ

মোছ কাটা ওয়াজিব।

হযরত যায়েদ বিন আর্কাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

(তিরমিযী, হাদীস ২৭৬১ নাসায়ী, হাদীস ১৩)

অর্থাৎ যে মোছ কাটবেনা সে আমার উম্মত নয়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ ، وَ أَعْفُوْا اللِّحَى

(বুখারী, হাদীস ৫৮৯৩)

অর্থাৎ তোমরা মোছ এমনভাবে ছোট করবে যাতে ত্বকের রং পরিলক্ষিত হয় এবং দাড়ি লম্বা কর।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ ، وَ الاِسْتِحْدَادُ ، وَ نَتْفُ الإِبِطِ ، وَ تَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ ، وَ قَصُّ الشَّارِبِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৭ তিরমিযী, হাদীস ২৭৫৬ নাসায়ী, হাদীস ৯, ১০, ১১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৯৪)

অর্থাৎ পাঁচটি বস্তু প্রকৃতিসম্মতঃ খতনা করা, নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডন, বগলের নিচের লোম ছেঁড়া, নখ ও মোছ কাটা।

উক্ত কাজগুলো সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মধ্যেই সম্পাদন করতে হবে।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ ، وَ تَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ ، وَ نَتْفِ الإِبِطِ ، وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮ তিরমিযী, হাদীস ২৭৫৮, ২৭৫৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৯৭)

অর্থাৎ মোছ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম ছেঁড়া ও নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডনের ব্যাপারে আমাদেরকে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যেন আমরা চল্লিশ দিনের বেশি এ কর্মগুলো সম্পাদন থেকে বিরত না থাকি।

৬. দাড়ি লম্বা করাঃ

দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ : وَفِّرُوْا اللِّحَى ، وَ أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৯২ মুসলিম, হাদীস ২৫৯)

অর্থাৎ তোমরা আচার-আচরণে মুশরিকদের বিরোধিতা কর। অতএব তোমরা দাড়ি লম্বা কর এবং মোছ এতটুকু ছোট কর যাতে ত্বকের রং পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ ، وَ أَعْفُوْا اللِّحَى

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯ তিরমিযী, হাদীস ২৭৬৩, ২৭৬৪)

অর্থাৎ তোমরা মোছকে গোড়া থেকেই কেটে ফেল এবং দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَ أَرْخُوْا اللِّحَى ، خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ

(মুসলিম, হাদীস ২৬০)

অর্থাৎ তোমরা মোছ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর। তাতে অগ্নিপূজকদের সাথে বিরোধিতা সাধিত হবে।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ : أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَ أَوْفُوْا اللِّحَى

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯)

অর্থাৎ তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। অতএব মোছ মূল থেকে কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর। উক্ত হাদীস সমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূল ﷺ চার চার বার চার ধরণের শব্দ দিয়ে দাড়ি লম্বা করার আদেশ দিয়েছেন। এ থেকে ইসলামে দাড়ির কতটুকু গুরুত্ব তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৭. মিসওয়াক করাঃ

সর্বদা মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

(নাসায়ী, হাদীস ৫)

অর্থাৎ মিসওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির মাধ্যম।

মিসওয়াক করার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সময়ঃ

ক. ঘুম থেকে জেগেঃ

ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত হুযাইফাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫ মুসলিম, হাদীস ২৫৫)

অর্থাৎ নবী ﷺ ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করতেন।

খ. প্রত্যেক ওযুর সময়ঃ

প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

(মালিক, হাদীস ১১৫ আহমাদ, হাদীস ৪০০, ৪৬০)

অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম।

গ. প্রত্যেক নামাযের সময়ঃ

প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

(বুখারী, হাদীস ৮৮৭ মুসলিম, হাদীস ২৫২আবু দাউদ, হাদীস ৪৬, ৪৭)

অর্থাৎ আমার উম্মত বা সকলের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম।

ঘ. ঘরে ঢুকার সময়ঃ

ঘরে বা মাসজিদে ঢুকার সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৩ আবু দাউদ, হাদীস ৫১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করেই মিসওয়াক করা আরম্ভ করতেন।

ঙ. মুখ দুর্গন্ধ, রুচি পরিবর্তন বা দীর্ঘকাল পানাহারবশত দাঁত হলুদবর্ণ হলেঃ

পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলোতে মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কারণ, মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ; মুখগহ্বরকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখা। তেমনিভাবে যদি ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতে হয় তাহলে এ মুহূর্তগুলোতে মিসওয়াক করা অবশ্যই কর্তব্য।

চ. কোর'আন মাজীদ পড়ার সময়ঃ

কোর'আন মাজীদ পড়ার সময়ও মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত 'আলী রضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِه فَيَدْنُوْ مِنْهُ – أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا – حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ

(সাহীহুত্ তারগীব, হাদীস ২১৫ সিলসিলা সাহীহা, হাদীস ১২১৩)

অর্থাৎ বান্দাহ্ যখন মিসওয়াক করে নামাযে দাঁড়ায় তখন একজন ফিরিস্তা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাআত শ্রবণ করতে থাকে। এমনকি ফিরিস্তাটি নামাযীর খুব নিকটে গিয়ে নিজ মুখ নামাযীর মুখে রাখে। তাতে করে নামাযীর মুখ থেকে কোর'আনের কোন অক্ষর বেরুতেই তা ফিরিস্তার পেটে চলে যায়। তাই তোমরা কোর'আন পাঠের উদ্দেশ্যে নিজ মুখগহ্বর পরিচ্ছন্ন কর।

জিহ্বার উপর মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী রضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِه

(মুসলিম, হাদীস ২৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯)

অর্থাৎ আমরা কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূল ﷺ এর নিকট যুদ্ধারোহণ চাওয়ার জন্যে উপস্থিত হলাম। তখন আমি রাসূল ﷺ কে জিহ্বার উপর মিসওয়াক করতে দেখেছি।

মিসওয়াক ডান দিক থেকে করা মুস্তাহাব।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِه وَ تَرَجُّلِه وَ طُهُوْرِه وَ فِيْ شَأْنِه كُلِّه

(বুখারী, হাদীস ১৬৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ প্রতিটি কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতার্জন তথা সর্ব ব্যাপারই ।

মিসওয়াক করার পর মিসওয়াকটি ধুয়ে নিতে হয়।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ ، فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ ، فَأَبْدَأُ بِه فَأَسْتَاكُ ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫২)

অর্থাৎ নবী ﷺ মিসওয়াক করে মিসওয়াকটি আমাকে ধোয়ার জন্য দিতেন। কিন্তু আমি মিসওয়াকটি না ধুয়ে বরং তা দিয়ে মিসওয়াক করতাম। পরিশেষে মিসওয়াকটি ধুয়ে রাসূল ﷺ কে ফেরত দিতাম। উপরন্তু এ হাদীস থেকে একে অপরের মিসওয়াক ধোয়া ছাড়াই ব্যবহার করতে পারে বুঝা যায়।

৮. আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলো ভালভাবে ধৌত করাঃ

আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলোর উপর ও ভেতর উভয় দিক ভালভাবে ধুয়ে নিতে হয়। তেমনিভাবে কানের ভাঁজ তথা শরীরের যে কোন স্থানে ময়লা জমে গেলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

৯. ওযুর সময় নাকে পানি ব্যবহার করা।

১০.ইস্তিঞ্জা করা।

উপরোক্ত সবগুলো বিষয় একই সাথে একই হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَ اسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَ قَصُّ الأَظْفَارِ ، وَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَ نَتْفُ الإِبِطِ ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ

(মুসলিম, হাদীস ২৬১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৩ তিরমিযী, হাদীস ২৭৫৭ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৯৫)

অর্থাৎ দশটি কাজ স্বভাব ও প্রকৃতিসম্মতঃ মোছ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, ওযুর সময় নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলো ধৌত করা, বগলের লোম ছিঁড়ে ফেলা, নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডন ও ইস্তিঞ্জা করা। হাদীস বর্ণনাকারী যাকারিয়া বলেনঃ ঊর্ধ্বতন হাদীস বর্ণনাকারী মুস'আব বলেছেনঃ আমি দশম কর্মটি স্মরণ করতে পারছিনে। সম্ভবত দশম কর্মটি কুল্লি করা।

ফিত্রাত বা প্রকৃতির প্রকারভেদঃ

ফিত্রাত দু'প্রকারঃ

১. হৃদয়গতঃ

হৃদয়গত ফিত্রাত বলতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়, ভালবাসা এবং তাঁকে তিনি ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেয়াকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় ফিত্রাত অন্তরাত্মা ও রূহ্কে নির্মল এবং বিশুদ্ধ করে তোলে।

২. শরীরগতঃ

শরীরগত ফিত্রাত বলতে উপরোক্ত দশটি বিষয় তথা এ জাতীয় সকল

প্রকৃতিসম্মত কর্মকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় ফিত্‌রাত শরীরকে পাক ও পরিচ্ছন্ন করে। তবে উভয় ফিত্‌রাত একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক।

ঘুম থেকে জেগে যা করতে হয়ঃ

১. উভয় হাত তিনবার ধোয়াঃ

ঘুম থেকে জেগেই প্রথমে উভয় হাত তিন বার ধুয়ে নিতে হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

(বুখারী, হাদীস ১৬২ মুসলিম, হাদীস ২৭৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন ঘুম থেকে জেগেই তার হাত খানা তিনবার না ধুয়ে কোন পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ না করায়। কারণ, সে তো আর জানে না রাত্রি বেলায় তার হাত খানা কোথায় ছিলো।

২. তিনবার নাক পরিষ্কার করাঃ

ঘুম থেকে জেগে দ্বিতীয়তঃ যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে ; তিন বার ভালভাবে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ

(বুখারী, হাদীস ৩২৯৫ মুসলিম, হাদীস ২৩৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে যেন তিন বার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ, শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত্রিযাপন করে।

ওযু ঃ

ওযু বলতে ছোট নাপাকী যেমনঃ মল-মূত্র ও বায়ুত্যাগ, গভীর নিদ্রা, উটের গোস্ত ভক্ষণ ইত্যাদির পর পবিত্রতার্জনের অনিবার্য পন্থাকে বুঝানো হয়।

কি জন্য ওযু করতে হয় ঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনটি কর্ম যথারীতি সম্পাদনের জন্য ওযু করতে হয়।

১. যে কোন ধরণের নামায আদায়ের জন্যঃ

ফরয, নফল তথা যে কোন ধরণের নামায আদায়ের জন্য ওযু করতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে (অথচ তোমাদের ওযু নেই) তখন তোমরা তোমাদের সমস্ত মুখমণ্ডল এবং হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। আর মাথা মাসেহ্ করবে ও পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৫ মুসলিম, হাদীস ২২৫ আবু দাউদ, হাদীস ৬০)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার কোন ওযুহীন ব্যক্তির নামায গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না সে ওযু করে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَ لاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ

(মুসলিম, হাদীস ২২৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫)

অর্থাৎ পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামায কবুল করা হবে না। তেমনিভাবে আত্মসাৎ করা গনিমতের মাল থেকে কোন সাদাকা গ্রাহ্য হবে না।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ ، وَ تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ، وَ تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩ আবু দাউদ, হাদীস ৬১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭৬, ২৭৭)

অর্থাৎ পবিত্রতা নামাযের চাবি তথা পূর্বশর্ত। তাকবীর নামাযের ভেতর নামাযভিন্ন অন্য কর্ম হারামকারী এবং সালাম নামাযশেষে নামাযীর জন্য সকল হারামকৃত কর্ম হালালকারী।

২. কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্যঃ

কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য পবিত্রতা আবশ্যক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৬০ নাসায়ী, হাদীস ২৯২৫, ২৯২৬)

অর্থাৎ কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা নামায পড়ার ন্যায়। তবে তাওয়াফের সময় কথা বলা যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ এ সময় কথা বললে সে যেন কল্যাণমূলক কথাই বলে।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হজ্জের সময় আমার ঋতুস্রাব হলে রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِيْ مَايَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

(বুখারী, হাদীস ৩০৫ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

অর্থাৎ এটি তোমার হস্তার্জিত কিছু নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য একান্ত অবধারিত। তাই হাজ্জীসাহেবানরা যা করেন তুমিও তাই করবে। তবে তাওয়াফ করবে না যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাও।

উক্ত হাদীস তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা অনিবার্য হওয়াকে বুঝায়। বড় পবিত্রতার প্রয়োজন হলে তো তা অবশ্যই করতে হবে। নতুবা ছোট পবিত্রতাই তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট।

৩. কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্যঃ

কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্যও পবিত্রতা আবশ্যক।

হযরত 'আমর বিন 'হাযম, 'হাকিম বিন 'হিযাম ও আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

(মালিক, হাদীস ১ দারুকুত্নী, হাদীস ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩)

অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কোরআন স্পর্শ না করে।

ওযুর ফযিলতঃ

ওযুর ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে উহার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

ক. হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِالْوُضُوْءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬ মুসলিম, হাদীস ২৪৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতের ওযুর স্থানগুলো দীপ্তিমান ও শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিবে। তাই তোমাদের কেউ নিজ ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে।

খ. হযরত 'উস্‌মান ؓ থেকে বর্ণিত তিনি উপস্থিত সকলকে ভালরূপে ওযু দেখিয়ে বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে এমনিভাবে ওযু করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحْدِثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

(বুখারী, হাদীস ১৫৯, ১৬৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

গ. হযরত 'উসমান ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ، فَيُصَلِّيْ صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَاللهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ২২৭)

অর্থাৎ কোন মুসলিম ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে নামায ও পরবর্তী নামাযের মধ্যকার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

ঘ. হযরত 'উসমান ؓ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هَا وَ خُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

(মুসলিম, হাদীস ২২৮)

অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন ফরয নামাযের সময় ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে রুকু-সিজদাহ্ ঠিকঠিকভাবে আদায় করে নামাযটি

সম্পন্ন করে তখন অত্র নামাযটি তার অতীত সকল গুনাহ্'র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়। যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ্ (বড় পাপ) না করে। আর এ নিয়মটি আজীবন কার্যকর হবে।

ঙ. হযরত 'উক্ববা বিন 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هُ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(মুসলিম, হাদীস ২৩৪)

অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

চ. হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِقَطْرِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوْبِ

(মুসলিম, হাদীস ২৪৪, ৮৩২)

অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম বা মু'মিন ব্যক্তি ওযু করে তখন তার মুখমণ্ডল ধোয়ার সাথেসাথেই চোখ দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে দু'হাত ধুয়ে ফেলে তখন উভয় হাত দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে দু'পা ধুয়ে ফেলে তখন পা দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ

ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। অতএব ওযুশেষে সে ব্যক্তি সকল পাপপঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে যায়।

ছ. হযরত 'উসমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে তার সকল গুনাহ্ শরীর থেকে বের হয়ে যায় এমনকি নখের নীচ থেকেও।

জ. হযরত 'আমর বিন আবাসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَ هُ فَيَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَ فِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَ فَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ ، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

(মুসলিম, হাদীস ৮৩২)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ ওযুর পানি হাতে নিয়ে কুলি করে, নাকে পানি দেয় ও নাক ঝেড়ে নেয় তখন তার মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর ও নাসিকাছিদ্র থেকে সকল গুনাহ্ ঝরে পড়ে। আর যখন সে নিয়মানুযায়ী মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডলের সকল গুনাহ্ দাড়ির অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে ঝরে

পড়ে। আর যখন সে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করে তখন তার উভয় হাতের গুনাহ্গুলো আঙ্গুলাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। আর যখন সে মাথা মাসেহ্ করে তখন তার মাথার গুনাহ্গুলো কেশাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। অনন্তর যখন সে পদযুগল উপরের গ্রন্থিসহ ধৌত করে তখন তার উভয় পায়ের গুনাহ্গুলো আঙ্গুলাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন নামায পড়ে আল্লাহ্'র প্রশংসা, গুণকীর্তন ও কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়ে যায় যেমনিভাবে সে পাপমুক্ত ছিল জন্মলগ্নে।

ঝ. হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى ، يَـا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَـسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫১ তিরমিযী, হাদীস ৫১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪৩৩)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এমন একটি 'আমলের সংবাদ দেবো কি? যা সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্'র রাসুল! উত্তরে তিনি বললেনঃ কষ্টের সময় অঙ্গগুলো ভালভাবে ধৌত করবে, মসজিদের প্রতি অধিক পদক্ষেপণ করবে এবং এক নামায শেষে অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে। পরিশেষে তিনি বলেনঃ তোমরা উপরোক্ত কর্মগুলো করতে কখনো ভুলো না। তোমরা উপরোক্ত কর্মগুলো করতে কখনো ভুলো না।

নবী ﷺ যেভাবে ওযু করতেনঃ

১. ওযুর শুরুতে নিয়্যাত করতেন।

নিয়্যাত বলতে কোন কর্ম সম্পাদনের দৃঢ় মনোপ্রতিজ্ঞাকে বুঝানো হয়। তা মুখে

উচ্চারণ করার কিছু নয়। যে কোন পুণ্যময় কর্ম সম্পাদনের পূর্বে নিয়্যাত আবশ্যক। নিয়্যাত ব্যতীত কোন পুণ্যময় কর্ম আল্লাহ্'র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এবং নিয়্যাতের উপরই প্রতিটি কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল। ভালয় ভাল মন্দে মন্দ।

হযরত 'উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

(বুখারী, হাদীস ১ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজ্‌রত (নিজ আবাসভূমি ত্যাগ) করে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজ্‌রত করেছে।

২. "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়ে ওযু শুরু করতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَوَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِاسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৫ আবুদাউদ, হাদীস ১০১ নাসায়ী, হাদীস ৭৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ তথা বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া ব্যতিরেকে ওযু করা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ডান দিক থেকে ওযু শুরু করতেন।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِهِ وَ طُهُوْرِهِ وَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ

(বুখারী, হাদীস ১৬৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ সর্ব কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতার্জন তথা সর্ব ব্যাপারই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৮)

অর্থাৎ যখন তোমরা ওযু করবে তখন তা ডান দিক থেকে শুরু করবে।

৪. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন।

হযরত হুম্‌রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَفْرَغَ عُثْمَانُ رضي الله عنه عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا

(বুখারী, হাদীস ১৫৯, ১৬৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ হযরত উসমান رضي الله عنه (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়েছেন।

৫. হাত ও পদযুগল ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে মলে নিতেন।

হযরত লাক্বীত বিন সাবিরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৪২ তিরমিযী, হাদীস ৩৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৫৪)

অর্থাৎ আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো মলে নাও।

হযরত মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ

(আবু দাউদ, হাদিস ১৪৮ তিরমিযী, হাদিস ৪০ ইবনু মাজাহ, হাদিস ৪৫২)

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে ওযু করার সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করতে দেখেছি।

৬. এক বা তিন চিল্লু (করতলভর্তি পরিমাণ) পানি ডান হাতে নিয়ে তিন তিন বার একই সাথে কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে নাকের ছিদ্রদ্বয় ভালভাবে ঝেড়ে নিতেন।

হযরত 'আমর বিন আবু হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَضْمَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَ فِــيْ رِوَايَةٍ: مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا، وَ فِــيْ رِوَايَـــةٍ: مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ اسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ

(বুখারী, হাদীস ১৮৬, ১৯১, ১৯৯ মুসলিম, হাদীস ২৩৫)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ؓ (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) এক বা তিন করতলভর্তি পানি দিয়ে একইসাথে তিন বার কুল্লি ও নাক পরিষ্কার করেছেন।

হযরত 'আব্দে খায়ের থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَضْمَضَ عَلِيٌّ ؓ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ فِيْهِ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১১১, ১১৩)

অর্থাৎ হযরত 'আলী ؓ (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে] একই করতলভর্তি পানি দিয়ে একইসাথে কুল্লি করেছেন ও নাক ঝেড়ে নিয়েছেন।

হযরত 'আব্দে খায়ের থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَعَا عَلِيٌّ ؓ بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ

(নাসায়ী, হাদীস ৯১)

অর্থাৎ হযরত 'আলী ؓ পানি চাইলে তা আনা হয়। অতঃপর তিনি তা দিয়ে কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এ

কাজগুলো তিনি তিন তিন বার করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ এ হচ্ছে নবী ﷺ এর পবিত্রতা।

রাসূল ﷺ ভালরূপে ওযু করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তবে রোযাদার হলে তিনি শুধু প্রয়োজন মাফিক কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। এর চেয়ে বেশি নয়।

হযরত লাক্বীত বিন সাবিরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ، وَ خَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَ بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِماً

(আবু দাউদ, হাদীস ১৪২)

অর্থাৎ ভালভাবে ওযু কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো মলে নাও এবং ভালভাবে নাকে পানি দাও। তবে রোযাদার হলে তখন তা করতে যাবে না।

৭. তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল (কান থেকে কান এবং মাথার সম্মুখবর্তী চুলের গোড়া থেকে চিবুক ও দাড়ির নীচ পর্যন্ত) ধুয়ে নিতেন।

হযরত 'আমর বিন আবু হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه وَجْهَهُ ثَلاَثاً

(বুখারী, হাদীস ১৮৫, ১৮৬, ১৯২ মুসলিম, হাদীস ২৩৫)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنه (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) সমস্ত মুখমন্ডল তিন বার ধুয়েছেন।

৮. দাড়ি খেলাল করতেন।

হযরত উসমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৩৬)

অর্থাৎ নবী ﷺ দাড়ি খেলাল করতেন।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَ قَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৪৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন ওযু করতেন তখন এক চিল্লু পানি নিয়ে থুতনির নীচে প্রবাহিত করে দাড়ি খেলাল করতেন এবং বলতেনঃ আমার প্রভু আমাকে এমনই করতে আদেশ করেছেন।

৯. উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন।

হযরত হুমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا

(বুখারী, হাদীস ১৬৪ , ১৯৩৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ হযরত উসমান رضي الله عنه (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) নিজ হস্তযুগল কনুইসহ তিনবার ধুয়েছেন।

হযরত নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ

(মুসলিম, হাদীস ২৪৬)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান হাত ধুয়েছেন এমনকি বাহু ধোয়া শুরু করেছেন। তেমনিভাবে তিনি বাম হাত ধুয়েছেন এমনকি বাহু ধোয়া শুরু করেছেন।

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ্ করতেন।

মাসেহ্'র নিয়ম হচ্ছে ; উভয় হাত পানিতে ভিজিয়ে মাথার অগ্রভাগে স্থাপন করে তা ঘাড়ের দিকে টেনে নিবে। তেমনিভাবে পুনরায় উভয় হাত ঘাড় থেকে মাথার অগ্রভাগের দিকে টেনে আনবে। অতঃপর উভয় হাতের তর্জনী কর্ণযুগলে প্রবেশ করাবে এবং উভয় কর্ণের পৃষ্ঠদেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি বুলিয়ে দিবে। হযরত 'আমর বিন আবু হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَسَحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَـــرَّةً وَاحِدَةً ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ

(বুখারী, হাদীস ১৮৫, ১৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৩৫ আবু দাউদ, হাদীস ১১৮ তিরমিযী, হাদীস ৩২, ৩৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ﷺ উভয় হাত আগে পিছে টেনে একবার মাথা মাসেহ্ করেছেন। মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে টেনে নিয়েছেন। পুনরায় উভয় হাত ঘাড় থেকে মাথার অগ্রভাগের দিকে টেনে এনেছেন।

হযরত মিক্দাম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا وَ فِيْ رِوَايَةٍ : وَ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيْ صِمَاخِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১২১, ১২২, ১২৩ তিরমিযী, হাদীস ৩৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মাথা ও কর্ণদ্বয়ের ভেতর ও উপরিভাগ মাসেহ্ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ রাসূল ﷺ নিজ অঙ্গুলীটি কর্ণগহ্বরে প্রবেশ করিয়েছেন।

১১. উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন।

হযরত হুমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ عُثْمَانُ ﷺ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ

(বুখারী, হাদীস ১৯৩৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ হযরত উসমান ﷺ (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুয়েছেন। তেমনিভাবে বাম পা ও।

হযরত নু'আইম বিন 'আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ

(মুসলিম, হাদীস ২৪৬)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ (রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান পা ধুয়েছেন। এমনকি পায়ের জঙ্ঘা ধোয়া শুরু করেছেন। তেমনিভাবে তিনি বাম পা ধুয়েছেন এমনকি পায়ের জঙ্ঘা ধোয়া শুরু করেছেন।

১২. ওযু শেষে নিম্ন বসনে পানি ছিঁটিয়ে দিতেন।

তাতে করে পবিত্রতা সংক্রান্ত মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

হযরত 'হাকাম বিন সুফ্ইয়ান ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْتَضِحُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ প্রস্রাব করে ওযু করতেন এবং নিম্ন বসনে পানি ছিঁটিয়ে দিতেন।

১৩. ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করতেন।

হযরত উক্বা বিন 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ

مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

(মুসলিম, হাদীস ২৩৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৭৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযু করে যখন পড়বেঃ "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুল্লাহি ওয়ারাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দাহ্ ও রাসূল) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন।

হযরত 'উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

(তিরমিযী, হাদীস ৫৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযু করে পড়বেঃ "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্'আল্নী মিনাত্ তাওআবীনা ওয়াজ্আল্নী মিনাল্ মুতাতাহ্হিরীন (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ; তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন।

এ ছাড়াও নবী ﷺ নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ

(আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস ৮১)

উচ্চারণঃ “সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি পূতপবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১৪. পরিশেষে তিনি দু' রাক্'আত নামায পড়তেন।

যে ব্যক্তি ওযু শেষে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাত হবে তার জন্য অবধারিত।

হযরত উসমান ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(বুখারী, হাদীস ১৬৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত উক্বা বিন 'আমির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(মুসলিম, হাদীস ২৩৪)

অর্থাৎ যে কোন মুসলমান যখন ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ হযরত বিলাল رضي الله عنه কে ফজরের সময় বললেনঃ

يَابِلاَلُ! حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ بِلاَلُ: مَاعَمِلْتُ عَمَلاً فِي الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِيْ مَنْفَعَةً ، مِنْ أَنِّيْ لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُوْراً تَامّاً فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍإِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِمَا كَتَبَ اللهُ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ

(বুখারী, হাদীস ১১৪৯ মুসলিম, হাদীস ২৪৫৮)

অর্থাৎ হে বিলাল! তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সবচেয়ে বড় আশাব্যঞ্জক এমন কি আমল করলে তা আমাকে বল। কারণ, আমি বেহেস্তের মধ্যে আমার সম্মুখদিক থেকে তোমার জুতোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল رضي الله عنه বললেনঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন কোন অধিক আশাব্যঞ্জক ও লাভজনক কাজ করেছি বলে মনে হয় না। তবে একটি কাজ করেছি বলে মনে পড়ে তা হলঃ আমি দিবারাত্রি যখনই ভালভাবে পবিত্রতার্জন করেছি তখনই সে পবিত্রতা দিয়ে যথাসাধ্য নামায পড়েছি।

ওযুর অঙ্গগুলো দু'একবার ও ধোয়া যায়ঃ

ওযুর অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধোয়া পরিপূর্ণ ওযুর নিয়ম। রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) সাধারণত প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুতেন। এ কারণেই অধিকাংশ ওযুর বর্ণনায় তিন বারের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। তবে কেউ প্রতিটি অঙ্গ এক এক বার বা দু' দু' বার অথবা কোন অঙ্গ দু'বার আবার কোন অঙ্গ তিনবার ধুলেও তার ওযু হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً

(বুখারী, হাদীস ১৫৭ তিরমিযী, হাদীস ৪২ আবু দাউদ, হাদীস ১৩৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪১৭)

অর্থাৎ নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ এক এক বার ধুয়ে ওযু করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

(তিরমিযী, হাদীস ৪৩ আবু দাউদ, হাদীস ১৩৬)

অর্থাৎ নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ দু' দু' বার ধুয়ে ওযু করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ

(তিরমিযী, হাদীস ৪৭)

অর্থাৎ নবী ﷺ এভাবে ওযু করেছেন ; নিজ মুখমণ্ডল তিন বার ধুয়েছেন। উভয় হাত দু' দু' বার ধুয়েছেন। মাথা মাসেহ্ করেছেন এবং পদযুগল দু' দু' বার ধুয়েছেন।

তবে প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুলেই ওযু পরিপূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমর বিন 'আস ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ الطُّهُوْرُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِأُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوْءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৫)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে হস্তদ্বয় তিন তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর মুখমণ্ডল তিন বার ও হস্তযুগল তিন তিন বার ধৌত করেন। এরপর

মাথা মাসেহ্ করেন। পুনরায় তর্জনীদ্বয় উভয়কানে ঢুকিয়ে কান মাসেহ্ করেন। উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগ ও উভয় তর্জনী দিয়ে কর্ণদ্বয়ের ভেতরভাগ মাসেহ্ করেন। অনন্তর পদযুগল তিন তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ এভাবেই ওযু করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চাইতে কম বা বেশি করল সে নিজের উপর অত্যাচার ও অন্যায় করল।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে রচিত কোন কোন বইপুস্তকে ওযুর প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্টভাবে পাঠ্য কিছু দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যা পাঠ করা কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্'আত। কারণ, তা রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম), তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের কোন স্বর্ণ যুগে প্রচলিত ছিলনা।

ওযুর কোন অঙ্গ ধোয়ার সময় কেশ পরিমাণও শুষ্ক রাখা যাবে নাঃ

ওযুর কোন অঙ্গ ধোয়ার সময় কেশ পরিমাণও যদি শুষ্ক থেকে যায় তাহলে ওযু কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে মক্কা থেকে মদিনা রওয়ানা করেছিলাম। পথিমধ্যে পানি মিলে গেলে কেউ কেউ তড়িঘড়ি আসরের নামাযের জন্য ওযু সেরে নেয়। অথচ আমরা তাদের পায়ের কিয়দাংশ শুষ্কই দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ

(বুখারী, হাদীস ৬০, ৯৬, ১৬৩ মুসলিম, হাদীস ২৪১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৫৬)

অর্থাৎ ধ্বংস! এই গোড়ালিগুলোর জন্যে তা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। অতএব তোমরা ভালভাবে ওযু কর।

হযরত উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍعَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ

وُضُوْءَ كَ . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

(মুসলিম, হাদীস ২৪৩)

অর্থাৎ ওযু করার সময় জনৈক ব্যক্তির পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থেকে গেলে তা দেখে নবী ﷺ বললেনঃ যাও ভালভাবে ওযু করে এস। অতঃপর সে ওযু করে এসে পুনরায় নামায আদায় করল।

এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়ঃ

এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়।

হযরত বুরাইদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ: عَمْداً صَنَعْتُهُ يَاعُمَرُ!

(মুসলিম, হাদীস ২৭৭)

অর্থাৎ নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন এবং মোজাদ্বয় মাস্‌হ করেছেন। উমর رضي الله عنه তা দেখে রাসূল ﷺ কে বললেনঃ আজ আপনি এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে কখনো করেন নি। তিনি বললেনঃ হে উমর! আমি তা ইচ্ছা করেই করেছি।

ওযুর ফরয ও রুকন সমূহঃ

ধর্মীয় কোন কাজ বা আমলের ফরয বা রুকন বলতে এমন কিছু ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয় যা না করা হলে ঐ কাজ বা আমলটি সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না যতক্ষণ না সে ঐ কর্মগুলো সম্পাদন করে। ওযুর ফরয বা রুকন ছয়টি যা নিম্নরূপঃ

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করাঃ

কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং নাক ঝেড়েমেড়ে পরিষ্কার করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা নিজ মুখমণ্ডল ধৌত কর।

হযরত লাক্বীত বিন সাবিরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِماً

(আবু দাউদ, হাদীস ১৪২)

অর্থাৎ খুব ভালভাবে নাকে পানি দিবে। তবে রোযাদার হলে একটু কম করে দিবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৪৪)

অর্থাৎ ওযু করার সময় কুলি করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ

(বুখারী, হাদীস ১৬১ মুসলিম, হাদীস ২৩৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযু করবে তার জন্য আবশ্যক সে যেন নাক ঝেড়ে নেয়।

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ সর্বদা কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করাঃ

প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।

হযরত হুম্রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(বুখারী, হাদীস ১৫৯ মুসলিম, হাদীস ২২৬)

অর্থাৎ হযরত উস্মান رضي الله عنه রাসূল ﷺ এর ওযু দেখাতে গিয়ে) উভয় হাত কনুই সহ তিনবার ধৌত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِمَيَامِنِكُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪১৪১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪০৮)

অর্থাৎ তোমরা ডান হাত ধোয়ার মাধ্যমে ওযু শুরু করবে।

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করাঃ

সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ্ করা ওযুর রুকন। এ ছাড়া মাথা মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে কানদ্বয় মাথার অধীন হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা মাথা মাস্হ কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৪ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১)

অর্থাৎ কানদ্বয় (মাস্হ করার ক্ষেত্রে) মাথার অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ সর্বদা মাথা মাসেহ্ করার সাথে সাথে কানদ্বয়ও

মাসেহ্ করতেন।

হাদীসে মাথা মাসেহ্ করার তিনটি ধরণ উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক. সরাসরি সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَ أَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ

(বুখারী, হাদীস ১৮৫ মুসলিম, হাদীস ২৩৫)

অর্থাৎ নবী ﷺ উভয় হাত দিয়ে নিজ মাথা মাস্হ করেন। উভয় হাত মাথার উপর রেখে সামনে ও পেছনে টেনে নেন। অর্থাৎ মাসেহ্ এভাবে করেন ; উভয় হাত মাথার অগ্রভাগে রেখে ঘাড়ের দিকে টেনে নিয়েছেন। পুনরায় হস্তদ্বয় পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে এনেছেন।

খ. মাথায় দৃঢ়ভাবে বাঁধা পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করা।

হযরত 'আমর বিন উমাইয়া ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ

(বুখারী, হাদীস ২০৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করতে দেখেছি।

তবে পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করা শর্ত সাপেক্ষ যেমনিভাবে মোজা মাসেহ্ করা শর্ত সাপেক্ষ।

গ. পাগড়ি ও কপাল উভয়টি মাসেহ্ করা।

হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৪)

অর্থাৎ নবী ﷺ ওযু করার সময় কপাল, পাগড়ি ও মোজা মাসেহ্ করেছেন।

হযরত বিলাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মোজাদ্বয় ও মস্তকাবরণ মাসেহ্ করেছেন।

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করাঃ

পদযুগল ধোয়ার সময় গোড়ালির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। যেন তা ভালভাবে ধোয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা পদযুগল টাখনুসহ ধৌত কর।

হযরত আবু হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৬০, ৯৬, ১৬৩ মুসলিম, হাদীস ২৪১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৫৬)

অর্থাৎ ধ্বংস! গোড়ালিগুলোর জন্যে তা জাহান্নামের আগুনে বিদগ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ সর্বদা পাযুগল গোড়ালি ও টাখনুসহ ধৌত করতেন।

৫. ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখাঃ

ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা ওযুর রুকন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে ওযুর অঙ্গগুলো সারিবদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ পর্যায়ক্রম বজায় রাখার জন্যই মাসেহ্'র অঙ্গটি পরিশেষে উল্লেখ না করে ধোয়ার অঙ্গগুলোর মাঝেই উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْـــدِيَكُمْ إِلَـــى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে (অথচ তোমাদের ওযু নেই) তখন সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ্ করবে ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে।

রাসূল ﷺ অঙ্গগুলোর পর্যায়ক্রম বজায় রেখে ওযু করতেন।

তিনি বলতেনঃ

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِه

(মুসলিম, হাদীস ১২১৮)

অর্থাৎ আমি শুরু করছি যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা শুরু করেছেন।

৬. ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাঃ

ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বলতে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অন্য অঙ্গ ধুতে এতটুকু দেরী না করাকে বুঝানো হয় যাতে করে প্রথম অঙ্গটি শুকিয়ে যায়। কোন কারণে এতটুকু দেরী হয়ে গেলে আবার নতুনভাবে ওযু করবে।

হযরত 'উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍعَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَ كَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

(মুসলিম, হাদীস ২৪৩)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি ওযু করেছে ঠিকই তবে তার পায়ে নখ সমপরিমাণ জায়গা শুষ্ক থেকে যায়। তা দেখে রাসূল ﷺ বললেনঃ যাও ভালভাবে ওযু করে আসো। অতঃপর সে ভালভাবে ওযু করে পুনরায় নামায আদায় করল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي وَفِيْ ظَهْرِقَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُالدِّرْهَمِ لَمْ يُـصِبْهَاالْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৭৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম সমপরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ তাকে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করতে আদেশ করেন। যদি ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব না হতো তাহলে নবী ﷺ শুধু শুষ্ক স্থানটি ধোয়ার আদেশ করতেন। সম্পূর্ণ ওযু পুনরাবৃত্ত করার আদেশ করতেন না। তা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম, ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ফরয বা রুকন।

ওযুর শর্তসমূহঃ

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. ওযুকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফির বা মুশরিক ওযু করলেও তার ওযু শুদ্ধ হবেনা। তাই সে ওযু বা গোসল করে কখনো পবিত্র হতে পারবে না।

২. ওযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের ওযু শুদ্ধ হবেনা। যতক্ষণনা তাদের চেতনা ফিরে আসে।

৩. ওযুকারী ভালমন্দ ভেদাভেদজ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের ওযু শরীয়তে ধর্তব্য নয়। তাদের ওযু করা না করা সমান।

৪. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত ওযু গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. ওযু শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে। অতএব ওযু চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে ওযু শুদ্ধ হবে না।

৬. ওযু চলাকালীন ওযু ভঙ্গের কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে ওযু তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে যাবে।

৭. ওযুর পুর্বে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকলে ডেলাকুলুপ বা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

৮. ওযুর পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৯. ওযুর অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।

১০. ওযু ভঙ্গের কারণ সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে এমন ব্যক্তির জন্য নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে। অর্থাৎ নামাযের সময় হলেই কেবল এমন ব্যক্তিরা ওযু করবে।

ওযুর সুন্নাত সমূহঃ

ওযুর মধ্যে যেমন ফরয রয়েছে তেমনিভাবে সুন্নাতও রয়েছে। ওযুর সুন্নাতগুলো নিম্নরূপঃ

১. মিসওয়াক করাঃ

ওযু করার সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

(মালিক, হাদীস ১১৫)

অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম।

২. ওযু করার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করাঃ

তবে ঘুম থেকে জেগে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া ওয়াজিব। এ সংক্রান্ত হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. ওযুর অঙ্গগুলো ঘষেমলে ধৌত করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَهُ

(ইব্‌নু খুযাইমা, হাদীস ১১৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর নিকট এক মুদ (দু' করতলভর্তি সমপরিমাণ) এর দু' তৃতীয়াংশ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে নিজ হস্ত মর্দন করেন।

৪. ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধোয়া। কারণ, রাসূল ﷺ ওযুর অঙ্গগুলো বেশির ভাগ সময় তিন তিন বার ধুয়েছেন। তেমনিভাবে তিনি কখনো ওযুর অঙ্গগুলো দু' দু'বার আবার কখনো এক একবার এবং কখনো কোন অঙ্গ দু'বার আবার কোন অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন। এ সম্পর্কীয় সকল হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৫. ওযুর শেষে দো'আ পড়া। এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৬. ওযুশেষে দু' রাক্'আত (তাহিয়্যাতুল উযু) নামায আদায় করা।

এ সম্পর্কীয় হাদীসও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৭. কোন বাড়াবাড়ি ব্যতীত স্বাভাবিক পন্থায় ভালভাবে ওযু করা।

অতএব উত্তম পন্থা হচ্ছে ; বাড়াবাড়ি ছাড়া প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধোয়া। চাই তা ওযুর মধ্যে হোক বা গোসলে।

হযরত 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ –هُوَالْفَرَقُ–مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ

(বুখারী, হাদীস ২৫০ মুসলিম, হাদীস ৩১৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ তিন সা' সাড়ে সাথ লিটার সমপরিমাণ পানি দিয়ে ফরয গোসল করতেন।

হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

(বুখারী, হাদীস ২০১ মুসলিম, হাদীস ৩২৫)

অর্থাৎ নবী ﷺ এক মুদ্ দিয়ে ওযু এবং চার বা পাঁচ মুদ্ দিয়ে গোসল করতেন।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيْباً مِنْ ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৩২১)

অর্থাৎ তিনি ও নবী ﷺ কমবেশি তিন মুদ্ পানি দিয়ে একত্রে গোসল করতেন।

হযরত উম্মে 'উমারা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ৯৪)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর নিকট এক মুদের দু'তৃতীয়াংশ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে ওযু করেন।

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ভালভাবে ওযু করতে হবে ঠিকই তবে পানি ব্যবহারে কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءاً خَفِيْفاً وَ قَامَ يُصَلِّيْ

(বুখারী, হাদীস ১৩৮)

অর্থাৎ একদা আমি আমার খালা মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট রাত্রিযাপন করেছিলাম। রাত্রের কিছু অংশ পেরিয়ে গেলে নবী ﷺ ঘুম থেকে জেগে টাঙ্গানো এক পুরাতন মশক থেকে পানি নিয়ে হালকাভাবে ওযু করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান।

হযরত 'আমর বিন শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার দাদা বলেছেনঃ

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوْءَ ثَلاَثاً ثَلاَثـاً ، ثُـمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوْءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ

(নাসায়ী, হাদীস ১৪০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৮)

অর্থাৎ জনৈক গ্রাম্য সাহাবী নবী ﷺ কে ওযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুয়ে ওযু করে দেখিয়েছেন। এর পর বললেনঃ এভাবেই ওযু করতে হয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল সে যেন অন্যায়, সীমাতিক্রম ও নিজের উপর অত্যাচার করল।

আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِوَالدُّعَاءِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৯৬)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় জন্ম নিবে যারা পবিত্রতা ও দো'আর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে।

যে যে কারণে ওযু বিনষ্ট হয়ঃ

ওযু করার পর নিম্নোক্ত কারণগুলোর কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. মল-মূত্রদ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলেঃ

বায়ু, বীর্য, মযী, ওদী, ঋতুস্রাব, নিফাস ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত। এ সকল

বস্তু মল বা মূত্রদ্বার দিয়ে বের হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ বাথরুম থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে আসলে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে (পানি পেলে ওযু বা গোসল করে নিবে) অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

হযরত সাফ্ওয়ান্ বিন 'আস্সাল ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুম যাওয়ার কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাস্হ করতে বলতেন। তবে শুধু জানাবাতের গোসলের জন্য মোজা খুলতে বলতেন।

হযরত 'আব্বাদ বিন তামীম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার চাচা রাসূল ﷺ এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, কারো কারোর ধারণা হয় নামাযের মধ্যে ওযু নষ্ট হয়েছে বলে। তখন তাকে কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ

لاَيَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً

(বুখারী, হাদীস ১৩৭ মুসলিম, হাদীস ৩৬১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৫১৯)

অর্থাৎ সে নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনধ্বনি বা দুর্গন্ধ পায়।

হযরত মিক্‌দাদ বিন আস্‌ওয়াদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল ﷺ কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

(বুখারী, হাদীস ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩ আবু দাউদ, হাদীস ২০৬, ২০৭)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর এমন হলে সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিবে।

ইস্তিহাযা হলেও ওযু করতে হয়। রাসূল ﷺ হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আবু হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কে তার ইস্তিহাযা হলে বলেনঃ

ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ

(বুখারী, হাদীস ২২৮)

অর্থাৎ অতঃপর প্রতি নামাযের জন্য ওযু করবে।

২. ঘুম বা অন্য যে কোন কারণে অবচেতন হলে।

বিশুদ্ধ মতে গভীর নিদ্রায় ওযু ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে সাফ্‌ওয়ান বিন 'আস্‌সালের হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৮২)

অর্থাৎ চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের পাহারাদার। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে তাকে অবশ্যই ওযু করতে হবে। এ ছাড়া উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা ও মত্ততা ইত্যাদির কারণে চেতনাশূন্যতা দেখা দিলেও সকল আলেমের ঐকমত্যে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

৩. কোন আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে।

হযরত বুস্‌রা বিন্‌তে সাফ্‌ওয়ান ও হযরত জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৮১ নাসায়ী, হাদীস ১৬৩ তিরমিযী, হাদীস ৮২ ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৪, ৪৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ লিঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়।

হযরত উম্মে হাবিবা ও হযরত আবু আইয়ূব আন্‌সারী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ আমরা রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

(ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৬, ৪৮৭ ইব্‌নু হিব্বান, হাদীস ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়।

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَاأَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَحِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

(ইব্‌নু হিব্বান, হাদীস ১১১৮ মাওয়ারিদ, হাদীস ২১০ দারাকুত্বনী, হাদীস ৬ বায়হাকী, হাদীস ৬৩০)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন আবরণ ছাড়াই নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন ওযু করে নেয়। আরবীতে গুহ্যদ্বারকেও ফার্‌জ বলা হয়। তাই লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের বিধান একই।

৪. উটের গোস্ত খেলে।

হযরত বারা' বিন 'আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لاَ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৮৪ ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৪৯৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে উটের গোস্ত খেয়ে ওযু করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ উটের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে। তেমনিভাবে তাঁকে ছাগলের গোস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

ছাগলের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে না।

৫. মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে যে) হয়ে গেলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾

(মায়িদাহ : ৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾

(যুমার : ৬৫)

অর্থাৎ আপনি যদি শির্ক করেন তাহলে আপনার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

শরীর থেকে রক্ত নিঃসরণে ওযু নষ্ট হয় নাঃ

শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হবে না।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ–فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهْرِيْقَ دَماً فِيْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْزِلاً ، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ ، وَ قَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَ أَتَى الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيْئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ

نَذِرُوْا بِهِ هَرَبَ ، وَ لَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! أَلاَ أَنْبَهْتَنِيْ أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ أَقْرَأُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৯৮)

অর্থাৎ আমরা রাসূল এর সাথে যাতুর্ রিকা' যুদ্ধে গিয়েছিলাম। অতঃপর জনৈক সাহাবী জনৈক মুশরিকের স্ত্রীকে আঘাত করলে মুশরিকটি কসম করে বসে এ বলে যে, সাহাবাদের রক্ত প্রবাহিত না করা পর্যন্ত আমি কখনো ক্ষান্ত হবো না। এতটুকু বলেই সে নবী ﷺ এর পিছু নিয়েছে। ইতিমধ্যে নবী ﷺ কোন এক গুহায় অবস্থান নিয়ে বললেনঃ তোমরা কে আছো আমাদের পাহারাদারী করবে? মুহূর্তেই জনৈক মুহাজির ও জনৈক আনসারী এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তোমরা উভয়ে গুহার মুখে অবস্থান কর। তারা উভয়ে গুহার মুখে পৌঁছুলে মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়েন এবং আনসারী সাহাবী নামায পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মুশরিকটি পৌঁছুল। সে আনসারী সাহাবীকে দেখেই বুঝতে পারল যে, সে পাহারাদার। তাই সে সাহাবীকে লক্ষ্য করে পাকা হাতে একটি তীর ছুঁড়তেই তা সাহাবীর শরীরে বিঁধে গেল। তবে বীর সাহাবী তীরটি হাতে টেনে খুলে ফেলতে সক্ষম হলেন। এমনকি মুশরিকটি তাকে তিনটি তীর মারতে সক্ষম হয়। অতঃপর তিনি দ্রুত রুকু সিজ্‌দাহ্‌ আদায় করেন। ইতোমধ্যে মুহাজির সাহাবী জেগে যান। মুশরিকটি সাহাবাদ্বয় তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়েছে বুঝতে পেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। তখন মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর গায়ে রক্ত দেখে বললেনঃ আশ্চর্য! প্রথম তীরের আঘাতের পরপরই আমাকে জাগালে না কেন? আনসারী বললেনঃ আমি একটি সূরা পড়ায় মগ্ন ছিলাম। তাই তা মাঝ পথে বন্ধ করে দেয়া পছন্দ করিনি।

এমন হতে পারে না যে, রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে কিছুই জানেননি অথবা জেনে থাকলেও রক্ত বের হলে যে ওযু চলে যায় তা তাকে বলে দেননি বা বলে

থাকলেও তা আমাদের নিকট এখনো পৌঁছেনি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীর থেকে রক্ত নির্গমন ওযু ভঙ্গ করে না।

নামাযের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হলে কি করতে হবেঃ

নামাযের মধ্যে কারোর ওযু বিনষ্ট হলে সে নাকে হাত রেখে নামাযের কাতার থেকে বের হয়ে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِه ؛ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِه ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ

(আবু দাউদ, হাদীস ১১১৪)

অর্থাৎ নামাযের মধ্যে তোমাদের কারোর ওযু বিনষ্ট হলে সে নিজের নাকের উপর হাত রেখে নামায থেকে বের হয়ে যাবে।

যখন ওযু করা মুস্তাহাব ঃ

কতিপয় কারণ বা প্রয়োজনে ওযু করা মুস্তাহাব। সে কারণ ও প্রয়োজনগুলো নিম্নরূপঃ

১. যিক্র ও দো'আর জন্য ঃ

যিক্র ও দো'আর জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু মূসা 'আশ'আরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন আমি আবু 'আমেরকে দেয়া ওয়াদানুযায়ী তার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ এর নিকট সালাম, আল্লাহ্'র নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন ও তার শাহাদাত সংবাদ পৌঁছালাম তখন রাসূল ﷺ পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি দু'হাত উঁচিয়ে বললেনঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِيْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ

(বুখারী, হাদীস ৪৩২৩ মুসলিম, হাদীস ২৪৯৮)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি 'উবাইদ্ আবু 'আমেরকে ক্ষমা করে দিন। রাসূল ﷺ হাত খুব উচিয়ে দো'আ করেন। এমনকি তার বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি দো'আয় আরো বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিবসে অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন।

২. ঘুমানোর পূর্বে ঃ

ঘুমানোর আগে ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত বারা' বিন 'আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ

(বুখারী, হাদীস ৬৩১১ মুসলিম, হাদীস ২৭১০)

অর্থাৎ যখন তুমি শোয়ার ইচ্ছে করবে তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। অতঃপর ডান কাত হয়ে শয়ন করবে।

৩. ওযু নষ্ট হলে ঃ

ওযু ভঙ্গ হলেই ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত বুরাইদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْماً فَدَعَا بِلَالاً فَقَالَ: يَابِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنِّيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ ، فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ فَقَالَ بِلَالُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَ لاَ أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৬৮৯ তারগীব, হাদীস ২০১)

অর্থাৎ একদা ভোর বেলায় রাসূল ﷺ বেলাল رضي الله عنه কে ডেকে বললেনঃ হে বেলাল! কিভাবে তুমি আমার আগে জান্নাতে পদার্পণ করলে? গত রাত্রিতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সম্মুখ থেকে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। বিলাল رضي الله عنه বললেনঃ হে রাসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'

রাক্'আত নামায পড়েছি। আর যখনই ওযু নষ্ট হয়েছে তখনই ওযু করেছি।

৪. প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যঃ

ওযু থাকাবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য আবারো ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ

(তারগীব, হাদীস ২০০)

অর্থাৎ আদেশটি মানা যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য ওযু করতে আদেশ করতাম। তেমনিভাবে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিস্ওয়াক।

৫. মৃত ব্যক্তিকে কবরমুখে বহন করার পরঃ

মৃত ব্যক্তিকে কবরমুখে বহন করার পর ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩১৬১ তিরমিযী, হাদীস ৯৯৩ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১৪৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয় তার জন্য উচিত সে যেন গোসল করে। আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে তার উচিত সে যেন ওযু করে।

৬. বমি হলে ঃ

বমি হলে ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু দারদা' رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَّأَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৩৮১ তিরমিযী, হাদীস ৮৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বমি করার পর রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর ওযু করেন।

৭. আগুনে পাকানো কোন খাবার খেলে ঃ

আগুনে পাকানো কোন খাবার খেয়ে ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

(মুসলিম, হাদীস ৩৫৩)

অর্থাৎ তোমরা আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে কিন্তু ওযু করবে।

এর বিপরীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস, 'আম্র বিন উমাইয়া, মাইমূনা ও আবু রাফি' থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

(বুখারী, হাদীস ২০৭, ২০৮, ২১০ মুসলিম, হাদীস ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ছাগলের উপরিস্থ মাংসল বাহুমূল খেয়ে ওযু না করে নামায পড়েছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আগুনে পাকানো কোন খাবার খেয়ে ওযু করা মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়।

৮. জুনুবী ব্যক্তি কোন খাবার খেতে ইচ্ছে করলেঃ

জুনুবী (সহবাসের কারণে অপবিত্র) ব্যক্তি কোন খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছে করলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْيَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ

(মুসলিম, হাদীস ৩০৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জুনুবী হলে এবং ঘুমানো বা খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছে করলে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন।

৯. দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্যঃ

একবার স্ত্রী সহবাস করে গোসল না সেরে দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নেয়া মুস্তাহাব।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

(মুসলিম, হাদীস ৩০৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাস করে পুনর্বার সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নিবে।

উপরন্তু প্রতিবার সহবাসের জন্য গোসল করতে হয় না। পরিশেষে শুধু একবার গোসলই যথেষ্ট।

হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

(বুখারী, হাদীস ২৬৮, ২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫ মুসলিম, হাদীস ৩০৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ সকল বিবিদের সাথে সহবাস করে একবারই গোসল করতেন।

১০.জুনুবী ব্যক্তি গোসল না করে শোয়ার ইচ্ছে করলেঃ

জুনুবী ব্যক্তি গোসল না করে শোয়ার ইচ্ছে করলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ

أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ

(বুখারী, হাদীস ২৮৬ মুসলিম, হাদীস ৩০৫)

অর্থাৎ নবী ﷺ কি জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে ওযু করে নিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত 'উমর رضي الله عنه রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ

(বুখারী, হাদীস ২৮৭, ২৮৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৬)

অর্থাৎ আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে ওযু করে ঘুমাবে। পরে যখন মন চায় গোসল করে নিবে।

নবী ﷺ কখনো কখনো সহবাস করে ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু 'কাইস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ ، قُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

(মুসলিম, হাদীস ৩০৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জুনুবী হলে কি করতেন? ঘুমানোর আগে গোসল করতেন নাকি গোসলের আগে ঘুমাতেন। হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেনঃ উভয়টাই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন। আর কখনো ওযু করে ঘুমাতেন। আমি বললামঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্যে যিনি ইসলাম ধর্মে সহজতা রেখেছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ঘুমানোর পূর্বে জুনুবী ব্যক্তির তিনের এক অবস্থাঃ

ক. জুনুবী ব্যক্তি ওযু-গোসল ছাড়াই ঘুমুবে। তা সুন্নাত বহির্ভূত ও মাক্রূহ।

খ. ইস্তিঞ্জা ও নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে ঘুমুবে। এটি সুন্নাত সম্মত।

গ. ওযু ও গোসল করে ঘুমুবে। এটি সুন্নাত সম্মত ও সর্বোত্তম পন্থা।

মোজা, পাগড়ী ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ঃ

ক. মোজার উপর মাসেহ্ করার বিধানঃ

মোজার উপর মাসেহ্ করা কোরআ'ন, হাদীস ও ইজমা' কর্তৃক প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

(মায়িদাহ্ : ৬, লামের নীচে যেরের ক্বিরাত অনুযায়ী)

অর্থাৎ তোমরা মাথা ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত মাসেহ্ কর।

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, মুগীরা বিন শো'বা, 'আমর বিন উমাইয়া, জারীর, হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الخُفَّيْنِ

(বুখারী, হাদীস ২০২)

অর্থাৎ নবী ﷺ মোজা জোড়ার উপর মাসেহ্ করেছেন।

এ ছাড়াও কমবেশি সত্তর জন সাহাবা মোজা মাসেহ্ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে যার জন্য যা সহজ তার জন্য তাই করা উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি মোজা পরিধান করাবস্থায় রয়েছে এবং তার মোজায় মোজা মাসেহ্'র শর্তগুলোও পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য উচিত মোজা জোড়া না খুলে মোজার উপর মাসেহ্ করা। কারণ, তাতে নবী ﷺ ও সাহাবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ পাওয়া যাচ্ছে। আর যে ব্যক্তির পা উন্মুক্ত মোজা পরিহিতাবস্থায় নয় তার জন্য উচিত পদযুগল ধুয়ে ফেলা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

(ইব্নু খুযাইমাহ, হাদীস ৯৫০, ২০২৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন তাঁর দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তিনি অপছন্দ করেন তাঁর শানে কোন পাপ সংঘটন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্উদ ও হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

(ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৩৫৬৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন তাঁর দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তিনি পছন্দ করেন তাঁর দেয়া ফরযগুলো পালন করা।

খ. মোজা মাসেহ্ করার শর্তসমূহঃ

১. সম্পূর্ণ পবিত্রতাবস্থায় (ওযু অবস্থায়) মোজা জোড়া পরিধান করতে হবে।

হযরত মুগীরা বিন শো'বা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

(বুখারী, হাদীস ২০৬, ৫৭৯৯ মুসলিম, হাদীস ২৭৪)

অর্থাৎ আমি কোন এক সফরে নবী ﷺ এর সাথে থাকাবস্থায় তিনি ওযু করার সময় তাঁর মোজা জোড়া খুলতে চাইলে তিনি আমাকে বলেনঃ খুলো না। কারণ, আমি মোজাদ্বয় পবিত্রাবস্থায় পরেছি। অতঃপর তিনি মোজা জোড়ার উপর মাসেহ্ করেন।

২. ছোট অপবিত্রতার জন্য মোজা মাস্হ করতে হবে। বড় অপবিত্রতার জন্যে নয়। অতএব গোসল ফরয হলে মোজার উপর মাসেহ্ করা যাবে না। বরং মোজাদ্বয় খুলে পদযুগল ধুয়ে নিতে হবে।

হযরত সাফ্ওয়ান বিন 'আস্সাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৬ নাসায়ী, হাদীস ১২৭ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ ও ঘুমের কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাসেহ্ করতে বলতেন। তবে জুনুবী হলে মোজা খুলতে বলতেন।

৩. শুধু শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাসেহ্ করতে হবে।

তা হচ্ছে ; মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীমের (যিনি আশি বা ততোধিক কিলোমিটার পথ ভ্রমণের নিয়্যাত করে ঘর থেকে বের হননি) জন্য এক দিন এক রাত।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মোজা মাসেহ্'র সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীম বা গৃহবাসীর জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন।

হযরত আবু বাক্রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْماً وَلَيْلَةً ، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

(ইব্নু খুযাইমাহ, হাদীস ১৯২ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৩২৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মুসাফিরকে তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীমকে এক দিন এক রাত মোজা মাসেহ্ করার অনুমতি দিয়েছেন যখন তা পবিত্রাবস্থায় পরা হয়। তবে এ সময়সীমা শুরু হবে মাসেহ্'র পর ওযু ভাঙলে পুনরায় ওযু করার পর থেকে। তখন থেকে মুক্বীমের জন্য ২৪ ঘন্টা এবং মুসাফিরের জন্য ৭২ ঘন্টা মাসেহ্'র জন্য নির্ধারিত।

৪. মোজা জোড়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র হলে তা যদি মূলগত হয় যেমনঃ মোজাগুলো গাধার চামড়া দিয়ে তৈরী তাহলে ওগুলোর উপর মাসেহ্ চলবে না। আর যদি মূলগত না হয় তাহলে নাপাকী দূরীকরণের পর ওগুলোর উপর মাসেহ্ করা যাবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِه إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِه ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: مَاحَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عليه السلام أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَراً أَوْقَالَ: أَذىً وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذىً ، فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৫০)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি নামাযের মধ্যেই নিজ জুতো জোড়া পা থেকে খুলে নিজের বাঁ দিকে রাখলেন। তা দেখে সাহাবারাও নিজ নিজ জুতোগুলো খুলে ফেলেন। রাসূল ﷺ নামায শেষে সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমাদের কি হলো জুতোগুলো খুলে ফেললে কেন? সাহাবারা বললেনঃ আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেলেছি। তা শুনে রাসূল ﷺ বললেনঃ জিব্রীল عليه السلام আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার জুতো জোড়ায় ময়লা (নাপাকী) রয়েছে। তাই

আমি জুতো জোড়া খুলে ফেললাম। অতএব তোমাদের কেউ মসজিদে আসলে প্রথমে নিজ জুতো জোড়া ভালভাবে দেখে নিবে। অতঃপর তাতে কোন ময়লা বা নাপাকী পরিলক্ষিত হলে তা জমিনে ঘষে নিবে এবং তা পরেই নামায আদায় করবে।

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে, অপবিত্র কোন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না। বরং তা যে কোন ভাবে পবিত্র করে নিতে হবে। আর মোজা মাসেহ্ কিন্তু বাহ্যিক নাপাকী দূরীকরণের জন্য কোনমতেই যথেষ্ট নয়।

৫. মোজা জোড়া টাখনু পর্যন্ত পদযুগল ঢেকে রাখতে হবে।

তেমনিভাবে ঘন সুতোর হতে হবে যাতে পায়ের রং বুঝা না যায়। চামড়ার মোজা হলে তো আরো ভালো। কারণ, তাতে মাসেহ্'র ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তবে তা শর্ত করা অমূলক। কারণ, মোজা মাসেহ্ শরীয়তে যে সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে তা অন্য মোজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে ঘন সুতোর হওয়ার শর্ত এ জন্যই করা হয়েছে যেন তা প্রয়োজনের কারণেই পরা হয়েছে তা বুঝা যায়। শুধু ফ্যাশনের জন্য শরীয়ত এ সুযোগ দিতে পারে না। সামান্য ছেঁড়া থাকলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে বেশি ছেঁড়া হলে চলবে না।

৬. মোজা জোড়া জায়েয পন্থায় সংগৃহীত ও শরীয়ত সম্মত হতে হবে।

এ জন্যেই চোরিত, অপহৃত, জীবন্ত পশুপাখির ছবি বিশিষ্ট ও পুরুষের জন্য রেশমি কাপড়ের তৈরি মোজার উপর মাসেহ্ করা যাবে না। কারণ, মোজার উপর মাসেহ্ করা শরীয়ত প্রদত্ত একটি সুবিধা। তাই এ সুবিধা গ্রহণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবেনা। তেমনিভাবে হারাম মোজা খুলে ফেলা আবশ্যক। কারণ, উহার উপর মাসেহ্ করার সুবিধে দেয়া মানে হারাম

কাজে রত থাকায় সহযোগিতা করা। আর তা কখনোই ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না।

৭. মাসেহ্'র সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মোজা খোলা যাবে না।
মোজা খুলে ফেললে পুনরায় পা ধুয়ে ওযু করতে হবে। মাসেহ্ করা চলবে না।

যখন মাসেহ্ ভঙ্গ হয়ঃ

১. গোসল ফরয হলে। তখন গোসলই করতে হবে। মাসেহ্'র কোন প্রশ্নই আসে না।

২. মাসেহ্'র পর মোজা জোড়া খুলে ফেললে। তখন পা ধুয়ে ওযু করতে হবে। মাসেহ্ করা যাবে না।

৩. মাস্হের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে।

মাসেহ্ করার পদ্ধতিঃ

মোজা বা জাওরাবের উপরিভাগ মাসেহ্ করবে। তলা নয়।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬২)

অর্থাৎ যদি ইসলাম ধর্মটি মানব বুদ্ধিপ্রসূত হতো তাহলে মোজার উপরিভাগের চাইতে নিম্নভাগই মাসেহ্'র জন্য উত্তম বিবেচিত হতো। কিন্তু আমি রাসূল ﷺ কে মোজার উপরিভাগ মাসেহ্ করতে দেখেছি।

হযরত মুগীরা বিন শো'বা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِالْخُفَّيْنِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মোজার উপরিভাগ মাস্‌হ্‌ করতেন।

মোজা মাসেহ্‌'র নিয়ম হচ্ছে ; ডান হাত ডান পায়ের অগ্রভাগে এবং বাম হাত বাম পায়ের অগ্রভাগে রেখে উভয় হাত জঙ্ঘার দিকে একবার টেনে নিবে।

জাওরাবের উপর মাসেহ্ঃ

আরবী ভাষায় জাওরাব বলতে মোজার পরিবর্তে পায়ের উপর পরা বস্তুকে বুঝানো হয়। মোজা মাসেহ্‌'র ন্যায় জাওরাবের উপরও মাসেহ্‌ করা যায়। হযরত মুগীরা বিন শো'বা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ওযু করার সময় জাওরাব ও জুতোর উপর মাসেহ্‌ করেছেন।

পাগড়ীর উপর মাসেহ্ঃ

চিবুকের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে মজবুত করে মাথায় বাঁধা পাগড়ীর উপরও মাসেহ্‌ করা যায়।

হযরত 'আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ

(বুখারী, হাদীস ২০৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে পাগড়ীর উপর মাসেহ্‌ করতে দেখেছি।

হযরত বিলাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ্‌ করেছেন।

হযরত সাউবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ

(আবু দাঊদ, হাদীস ১৪৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ একদল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালে (মাথা ও পা উন্মুক্ত করে মাথা মাসেহ্ ও পা ধোয়ার কারণে) তাদের ঠান্ডা লেগে যায়। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও জাওরাবের উপর মাসেহ্ করার আদেশ করেন।

পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করার নিয়ম হচ্ছে ; পুরো পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করবে অথবা কপাল ও পাগড়ী উভয়টাই মাসেহ্ করবে।

হযরত মুগীরা বিন শো'বা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ

(মুসলিম, হাদীস ২৭৪ আবু দাঊদ, হাদীস ১৫০)

অর্থাৎ নবী ﷺ ওযু করার সময় কপাল, পাগড়ী ও মোজা মাসেহ্ করেছেন।

জাওরাব ও পাগড়ী মাসেহ্'র ক্ষেত্রে মোজা মাসেহ্'র শর্তগুলো প্রযোজ্য।

ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ঃ

ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার হাদীসগুলো দুর্বল হলেও উহাকে মোজা মাসেহ্'র সাথে তুলনামূলক বিবেচনা করলে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার যুক্তিযুক্ততা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মোজা মাসেহ্'র চাইতে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। অতএব সহজতার জন্য যদি শরীয়তে মোজা মাস্হের বিধান থাকতে পারে তাহলে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার বিধানও শরীয়তে অবশ্যই রয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোজা ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা নিম্নরূপঃ

১. ব্যান্ডেজ খোলা ক্ষতিকর হলেই উহার উপর মাসেহ্ করা যায়। নতুবা নয়। মোজা মাসেহ্'র ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়।

২. ব্যান্ডেজ পুরোটার উপরই মাসেহ্ করতে হয়।
তবে ধোয়া আবশ্যক এমন স্থানে ব্যান্ডেজটি বাঁধা না হলে উহার উপর মাসেহ্ করতে হবে না। কারণ, ব্যান্ডেজ পুরোটা মাসেহ্ করতে কোন অসুবিধে নেই। এর বিপরীতে মোজা পুরোটা মাসেহ্ করা কষ্টকর। এ জন্য সুন্নাত অনুযায়ী মোজার উপরিভাগ মাসেহ্ করলেই চলে।

৩. ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার নির্ধারিত কোন সময়সীমা নেই। কারণ, তা প্রয়োজন বলেই করতে হয়। সে জন্য প্রয়োজন যতক্ষণই থাকবে ততক্ষণই মাসেহ্ করবে।

৪. উভয় নাপাকীর সময় ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করা যায়। কিন্তু মোজা মাসেহ্ শুধু ছোট নাপাকীর জন্যে।

৫. পবিত্রতার বহুপূর্বে ব্যান্ডেজ বাঁধা হলেও উহার উপর মাসেহ্ করা যাবে। কিন্তু মোজা মাসেহ্'র জন্য পবিত্রতার পরেই মোজা পরতে হয়।

৬. ব্যান্ডেজ প্রয়োজনানুসারে যে কোন অঙ্গে বাঁধা যায়। কিন্তু মোজা শুধু পায়েই পরতে হয়। অন্য কোথাও নয়।

ক্ষত বিক্ষত স্থানের শরয়ী বিধানঃ

ধোয়া আবশ্যক এমন কোন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হলে তা চারের এক অবস্থা থেকে খালি হবে না। তা নিম্নরূপঃ

১. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত এবং তা ধোয়া ক্ষতিকরও নয়। তা হলে অঙ্গটি ধুতে হবে।

২. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত তবে তা ধোয়া ক্ষতিকর।
এমতাবস্থায় উহার উপর মাসেহ্ করতে হবে।

৩. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত তবে উহা ধোয়া বা মাসেহ্ করা উভয়ই ক্ষতিকর।

এমতাবস্থায় উহার উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে মাসেহ্ করতে হবে। তাও সম্ভবপর না হলে তায়াম্মুম করবে।

৪. ক্ষত স্থানটি ব্যান্ডেজ করা আছে।

এমতাবস্থায় উহার উপর মাসেহ্ করবে। ধুতে হবে না। তেমনিভাবে কোন অঙ্গ মাসেহ্ করলে উহার বিকল্প তায়াম্মুমের কোন প্রয়োজন থাকেনা।

গোসলঃ

যখন গোসল করা ফরযঃ

নিম্নোক্ত চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে যে কোন পুরুষ বা মহিলার উপর গোসল করা ফরয। সে কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলেঃ

উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। তেমনিভাবে স্বপ্নদোষ হলেও। তবে তাতে উত্তেজনার শর্ত নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা জুনুবী হলে ভালভাবে গোসল করে নিবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

(মুসলিম, হাদীস ৩৪৩)

অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৬)

অর্থাৎ মযি দেখতে পেলে লিঙ্গটি ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। আর বীর্যপাত হলে গোসল করে নিবে।

স্বপ্নদোষঃ

যে কোন ব্যক্তির (পুরুষ হোক বা মহিলা) স্বপ্নদোষ হলে তদুপরি কাপড়ে বা শরীরে বীর্যের কোন দাগ পরিলক্ষিত হলে তাকে গোসল করতে হবে। তবে কোন দাগ পরিলক্ষিত না হলে তাকে গোসল করতে হবে না। যদিও স্বপ্নদোষের পুরো চিত্রটি তার মনে পড়ে। পুরুষের যেমন স্বপ্নদোষ হয় তেমনিভাবে মহিলাদেরও হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে কি? তিনি বললেনঃ

نَعَمْ , إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

অর্থাৎ হ্যাঁ, যদি সে (কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখতে পায়। হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ কথা শুনে লজ্জায় মুখ ঢেকে নিলেন এবং বলেনঃ হে রাসুল! মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন তিনি বললেনঃ

نَعَمْ , تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

(বুখারী, হাদীস ১৩০, ২৮২ মুসলিম, হাদীস ৩১৩)

অর্থাৎ হ্যাঁ, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক, (যদি তাদের স্বপ্নদোষ নাই হয়) তাহলে সন্তান কিভাবে তাদের রং ও রূপ ধারণ করে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ فَإِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ

(মুসলিম, হাদীস ৩১১,৩১৪)

অর্থাৎ পুরুষের বীর্য গাঢ় শুভ্র আর মেয়েদের বীর্য পাতলা হলদে। যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের আগে ও অধিকহারে পতিত হয় তাহলে বাচ্চাটি মামাদের রং ও গঠন ধারণ করবে। আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের আগে ও অধিকহারে পতিত হয় তাহলে বাচ্চাটি চাচাদের রং ও গঠন ধারণ করবে।

ঘুম থেকে জেগে পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পেলেঃ

কেউ ঘুম থেকে জেগে নিজ পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পেলে তা তিনের এক অবস্থা থেকে খালি হবে না। তা নিম্নরূপঃ

১. সে নিশ্চিত যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের।

এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে। স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে আসুক বা নাই আসুক।

হযরত যুবাইদ বিন সাল্‌ত ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ إِلَى الْجُرُفِ ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِيْ إِلاَّ قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِيْ ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى

(বায়হাকী, হাদীস ৭৭২)

অর্থাৎ আমি 'উমর رضي الله عنه এর সাথে জুরুফের দিকে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ তিনি পোশাকের দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পরও তিনি গোসল না করে নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ আমার খবর নেই। এমতাবস্থায় আমি গোসল না করে নামায পড়েছি। এরপর তিনি গোসল করেন এবং কাপড়ের দৃষ্ট নাপাকী ধুয়ে ফেলেন ও অদৃষ্ট নাপাকীর জন্য পানি ছিঁটিয়ে দেন। পরিশেষে তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্তে আযান-ইকামাত দিয়ে উক্ত নামায আদায় করেন।

২. সে নিশ্চিত যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের নয়।

এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে না। বরং পরিদৃষ্ট নাপাকী ধুয়ে ফেলবে।

৩. সে নিশ্চিতভাবে জানে না যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের না মযির।

এ প্রকার আবার দু'য়ের এক অবস্থা থেকে খালি নয়। তা নিম্নরূপঃ

ক. সে স্মরণ করতে পারছে যে, সে ঘুমানোর পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে কোলাকুলি, চুমাচুমি ইত্যাদি করেছে অথবা সে সহবাসের চিন্তা ও কামোত্তেজনার সহিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছে। এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে না। বরং সে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। কারণ, সাধারণত এ সকল পরিস্থিতিতে মযিই বের হয়ে থাকে।

খ. সে স্মরণ করতে পারছে যে, সে ঘুমের পূর্বে উপরোক্ত আচরণ করেনি ; যাতে মযি বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَماً ؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَد احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ ؟ قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْه

(আবু দাউদ, হাদীস ২৩৬ তিরমিযী, হাদীস ১১৩ ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৬১৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি নিজ পোশাকে আর্দ্রতা পেয়েছে। তবে স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণে নেই। সে কি করবে? তিনি বললেনঃ গোসল করবে। অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে ঠিকই। তবে সে নিজ পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পায়নি। সে কি করবে? তিনি বললেনঃ তাকে গোসল করতে হবেনা।

২. স্ত্রীসহবাস করলেঃ

স্ত্রীসঙ্গম করলে গোসল করতে হয়। বীর্যপাত হোক বা নাই হোক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা জুনুবী হলে ভালভাবে গোসল করে নিবে।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَاجَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

(মুসলিম,হাদীস ৩৪৯)

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্র স্ত্রীর যোনিদ্বারকে অতিক্রম করে (বীর্যপাত হোক বা নাই হোক) তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ

(বুখারী, হাদীস ২৯১ মুসলিম, হাদীস ৩৪৮)

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। অতঃপর রমণের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় তার বীর্যপাত হোক বা নাই হোক তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে।

জানাবত (বীর্যপাত সংক্রান্ত অপবিত্রতা) বিষয়ক বিধান ঃ

জুনুবী মহিলার কেশ সংক্রান্ত মাস্‌আলাঃ

জানাবতের গোসলের সময় মহিলাদের (মজবুত করে বাঁধা) বেণী খুলতে হয় না।

হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমি খুব মজবুত করে বেণী বেঁধে থাকি। জানাবতের গোসলের সময় তা খুলতে হবে কি? রাসূল ﷺ তদুত্তরে বললেনঃ

لاَ ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَىْ رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ

(মুসলিম, হাদীস ৩৩০)

অর্থাৎ বেণী খুলতে হবে না। তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। তাতেই পবিত্র হয়ে যাবে। তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য যে গোসল করা হয় তাতে বেণী খোলা মুস্তাহাব।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ তাঁকে ঋতুশেষে গোসল করার সময় আদেশ করেনঃ

اُنْقُضِيْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِيْ

(ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৬৪৬)

অর্থাৎ বেণী খুলে গোসল সেরে নাও।

জুনুবী ব্যক্তির সাথে মেলামেশা বা মোসাফাহাঃ

জুনুবী ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে এমনভাবে নাপাক হয় না যে, তাকে ছোঁয়া যাবে না। শুধু এতটুকু যে, ইসলামী শরীয়ত তাকে বিধানগতভাবে নাপাক সাব্যস্ত

করে গোসল করা ফরয করে দিয়েছে। সুতরাং তার সাথে উঠা-বসা, মেলামেশা, খাওয়া-পান করা, মোসাফাহা ইত্যাদি জায়েয।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ أَنَا جُنُبٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقِيْتَنِيْ وَ أَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

(বুখারী, হাদীস ২৮৩, ২৮৫ মুসলিম, হাদীস ৩৭১)

অর্থাৎ একদা জুনুবী অবস্থায় রাসূল ﷺ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার হাত ধরলে আমি তাঁর সাথে চলতে থাকি। অতঃপর তিনি বসলেন। ইত্যবসরে আমি চুপে চুপে ঘরে এসে গোসল সেরে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখনো বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অথচ আমি জুনুবী। অতএব গোসল করার পূর্বেই আপনার সাথে উঠাবসা করবো তা আমি পছন্দ করি নি। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ্! (আশ্চর্য) মু'মিন ব্যক্তি (বাস্তবিকপক্ষে) কখনো নাপাক হয় না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوَضُوْءَ

(বুখারী, হাদীস ১৮০ মুসলিম, হাদীস ৩৪৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক আনসারীকে ডেকে পাঠালে সে দ্রুত গোসল সেরে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তখনো তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। রাসূল ﷺ

তখন তাকে বললেনঃ মনে হয় আমি তোমাকে তাড়াহুড়োয় ফেলে দিয়েছি। সে বললোঃ জী হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেনঃ যখন সঙ্গম সম্পন্ন অথবা বীর্যপাত না হয় তখন ওযু করলেই চলবে গোসল করতে হবে না। তবে নামাযের জন্য অবশ্যই গোসল করতে হবে।

জুনুবী ব্যক্তির পানাহার, নিদ্রা ও পুনঃসহবাসঃ

জুনুবী ব্যক্তি লজ্জাস্থান ধৌত করে শুধু ওযু সেরেই ঘুমুতে বা কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

একদা হযরত 'উমর ﷺ রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করেনঃ আমরা কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারবো কি? তিনি বললেনঃ

نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ

(বুখারী, হাদীস ২৮৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৬)

অর্থাৎ হ্যাঁ, তবে অযু করে নিলে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَ هُ لِلصَّلاَةِ

(বুখারী, হাদীস ২৮৮ মুসলিম, হাদীস ৩০৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জুনুবী অবস্থায় যখন ঘুমুতে অথবা কিছু খেতে ইচ্ছে করতেন তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিতেন।

জুনুবী অবস্থায় আবারো সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নিতে হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَىْ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ

(মুসলিম, হাদীস ৩০৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ একবার স্ত্রীসহবাস করে আবারো করতে চাইলে ওযু করে নিবে।

৩. কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে। চাই সে আদতেই কাফির থেকে থাকুক অতঃপর মুসলমান হয়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (পুনরায় কাফির) হয়ে অতঃপর মুসলমান হয়েছে।

হযরত ক্বাইস্ বিন 'আসিম্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৬০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৮৮)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন। তেমনিভাবে যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজ অন্তরকে নিষ্কলুষ করে নিল তখন তার শরীরকেও গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করে নিতে হবে।

৪. যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَ لاَ تُحَنِّطُوْهُ وَ لاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً

(বুখারী, হাদীস ১২৬৬ মুসলিম, হাদীস ১২০৬)

অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর সাথেই হজ্জ মৌসুমে আরাফায় অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উট থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মারা গেলে তার ব্যাপারটি রাসূল ﷺ এর কর্ণগোচরে আনা হলে তিনি বলেনঃ তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে

গোসল দাও। অতঃপর তাকে খোশবু লাগিয়ে ইহ্রামের কাপড় দু'টিতেই কাফন দিয়ে দাও। কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়্যাহ্ পড়াবস্থায়ই পুনরুত্থিত করবে।

হযরত উম্মে 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَ نَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثـاً أَوْ خَمْسـاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ

(বুখারী, হাদীস ১২৫৩ মুসলিম, হাদীস ৯৩৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের নিকট এসেছেন যখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা ওকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তিন বার, পাঁচ বার অথবা যতবার প্রয়োজন গোসল দাও।

৫. মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে। তবে গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পূর্ব শর্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ، قُلْ هُوَ أَذَىً ، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِـيْضِ ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَـرَكُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾

(বাকারাহ্ : ২২২)

অর্থাৎ তারা (সাহাবারা) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে ; আপনি বলুনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে সম্মুখ পথে সহবাস করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَت النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة ، فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ

(বুখারী, হাদীস ৩২০ মুসলিম, হাদীস ৩৩৪)

অর্থাৎ হযরত ফাতিমা বিন্ত আবু 'হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর ইস্তিহাযা হতো। তাই তিনি নবী ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ এ হচ্ছে রোগ যা কোন নাড়ি বা শিরা থেকে বের হচ্ছে। ঋতুস্রাব নয়। তাই যখন ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন নামায বন্ধ রাখবে। আর যখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঋতুস্রাব শেষ হয়ে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে।

৬. নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হলে।

তবে নিফাস থেকে গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া পূর্ব শর্ত। নিফাস ঋতুস্রাবের ন্যায়। বরং তা ঋতুস্রাবই বটে। বাচ্চাটি মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার নাভিকূপের মধ্য দিয়ে তন্ত্রী যোগে এ ঋতুস্রাবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঋতুস্রাবটুকু কোন বিতরণক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন যোনিপথে বের হয়ে আসছে। নিফাস সন্তান প্রসবের সাথে সাথে অথবা উহার পরপরই বের হয়। তেমনিভাবে সন্তান প্রসবের এক দু' তিন দিন পূর্বে থেকেও প্রসব বেদনার সাথে বের হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ঋতুস্রাবকেও নিফাস বলা হয়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيْباً مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَ أَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ: مَا لَك أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِيْ

(বুখারী, হাদীস ২৯৪ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

অর্থাৎ আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ইতিমধ্যে আমরা সারিফ্ নামক স্থানে পৌঁছুলে আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। অতঃপর নবী ﷺ আমাকে কাঁদতে দেখে বললেনঃ কি হলো, তোমার কি নিফাস্ তথা ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে? আমি বললামঃ জি হ্যাঁ! তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারটি পূর্ব হতেই আল্লাহ্ ﷻ মহিলাদের জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। অতএব তুমি হাজ্জীসাহেবানরা যাই করে তাই করবে। তবে পবিত্র হয়ে গোসলের পূর্বে তাওয়াফ করবে না।

উক্ত হাদীসে ঋতুস্রাবকে নিফাস্ বলা হয়েছে। অতএব বুঝা গেলো, উভয়ের বিধান একই।

সমস্ত আলেম সম্প্রদায় নিফাসের পর গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত।

জুনুবী অবস্থায় যা করা নিষেধঃ

জুনুবী ব্যক্তি পাঁচটি কাজ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। সে কাজগুলো নিম্নরূপঃ

১. নামায পড়াঃ

জুনুবী অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ﴾

(নিসা : ৪৩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত বা জুনুবী অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বোধ শক্তি ফিরে পাও এবং গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তোমরা মসজিদের উপর দিয়ে চলতে পার।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৫ মুসলিম, হাদীস ২২৫)

অর্থাৎ ওযু ভঙ্গকারী কোন ব্যক্তির নামায আদায় হবে না যতক্ষণ না সে ওযু করে।

২. কা'বা শরীফ তাওয়াফ করাঃ

জুনুবী অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা নাজায়েয।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৬০ নাসায়ী, হাদীস ২৯২৫)

অর্থাৎ কা'বা শরীফ তাওয়াফ্ করা নামাযের ন্যায়। তবে তাতে কথা বলা যায়। অতএব তোমরা কথা বলতে চাইলে কল্যাণকর কথাই বলবে।

৩. কোরআন মাজীদ স্পর্শ করাঃ

জুনুবী অবস্থায় কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা নাজায়েয।

হযরত 'আমর বিন্ হায্ম, হাকীম বিন্ হিযাম ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

(মালিক, হাদীস ১ দারাকুত্বনী, হাদীস ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩)

অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কেউ কোরআন স্পর্শ করবে না।

৪. কোরআন মাজীদ পড়াঃ

জুনুবী অবস্থায় কোরআন মাজীদ পড়া যাবে না।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَ يَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ২২৯ নাসায়ী, হাদীস ২৬৬, ২৬৭ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৬০০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জুনুবী অবস্থা ছাড়া যে কোন সময় আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ রাসূল ﷺ বাথরুম সেরে আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন। তেমনিভাবে গোস্ত ভক্ষণ করার পর তিনি আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন। অর্থাৎ জুনুবী অবস্থা ছাড়া তিনি কখনো আমাদেরকে কোরআন পড়ানো বন্ধ করতেন না।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি ওযু শেষে বললেনঃ এভাবেই রাসূল ﷺ ওযু করেছেন। অতঃপর তিনি সামান্যটুকু কোরআন পাঠ করলেন। এরপর বললেনঃ

هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ ، وَلاَ آيَةً

(আহমাদ, হাদীস ৮৮২)

অর্থাৎ জুনুবী ব্যক্তি ছাড়া সবাই কোরআন পড়তে পারবে। তবে জুনুবী ব্যক্তি একেবারেই পড়তে পারবে না। এমনকি একটি আয়াতও নয়।

৫. মসজিদে অবস্থান করাঃ

জুনুবী অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা না জায়েয।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ﴾

(নিসা : ৪৩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত বা জুনুবী অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বোধ শক্তি ফিরে পাও এবং গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তোমরা মসজিদের উপর দিয়ে চলতে পার।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৩২)

অর্থাৎ তোমরা মসজিদমুখী ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ, ঋতুবতী বা জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বলও উহার শেষাংশের সমর্থন উক্ত আয়াতে রয়েছে।

তবে জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারে যা পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

ঋতুবতী এবং নিফাসী মহিলাও মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারে। যদি মসজিদ নাপাক হওয়ার ভয় না থাকে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ: تَنَاوَلِيْهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮ নাসায়ী, হাদীস ২৭২)

অর্থাৎ আমাকে রাসূল ﷺ বললেনঃ মসজিদ থেকে নামাযের বিছানাটি দাও দেখি। আমি বললামঃ আমি ঋতুবতী। তিনি বললেনঃ দাও, ঋতুস্রাব তো আর তোমার হাতে লাগেনি।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِيْنِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ: إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৯ নাসায়ী, হাদীস ২৭১)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেনঃ হে 'আয়েশা! (মসজিদ থেকে) আমাকে কাপড়টি দাও দেখি। হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেনঃ আমি ঋতুবতী। রাসূল ﷺ বললেনঃ ঋতুস্রাব তো আর তোমার হাতে লাগেনি।

হযরত মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَقُوْمُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

(নাসায়ী, হাদীস ২৭৪, ৩৮৫ হুমাইদী, হাদীস ৩১০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদের কোন একজন ঋতুবতী থাকাবস্থায় তার নিকট এসে কোলে মাথা রেখে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তেমনিভাবে আমাদের কোন একজন ঋতুবতী থাকাবস্থায় রাসূল ﷺ এর নামাযের বিছানাটি মসজিদে রেখে আসতো।

গোসলের শর্ত সমূহঃ

গোসলের শর্ত আটটি তা নিম্নরূপঃ

১. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত গোসল শুদ্ধ হবে না।

২. গোসলকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফিরের গোসল শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়।

৩. গোসলকারী জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের গোসল শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না তার চেতনা ফিরে আসে।

৪. গোসলকারী ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের গোসল শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য নয়। তাদের গোসল করা বা না করা সমান।

৫. গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত স্থির থাকতে হবে। অতএব গোসল চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে গোসল শুদ্ধ হবে না।

৬. গোসল চলাকালীন গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে গোসল তৎক্ষণাৎই নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. গোসলের পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৮. গোসলের অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।

রাসূল ﷺ যেভাবে গোসল করতেনঃ

পরিপূর্ণ গোসলের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. প্রথমে গোসলের নিয়্যাত করতেন।

হযরত উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

(বুখারী, হাদীস ১ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম নিয়্যাত নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত (নিজ

আবাসভূমি ত্যাগ) করে তাহলে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

২. "বিস্‌মিল্লাহ্‌" বলে গোসল শুরু করতেন। যেমনিভাবে তা বলে ওযু শুরু করতেন।

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৮ মুসলিম, হাদীস ৩১৬)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন। অতঃপর বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন। এরপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। অতঃপর আঙ্গুল সমূহ পানিতে ভিজিয়ে কেশমূল খেলাল করতেন। অনন্তর মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢালতেন। পরিশেষে পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন।

হযরত মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيْلِ فَرَدَّهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ يَقُوْلُ: بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِيْ يَنْفُضُهُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৯, ২৭৪ মুসলিম, হাদীস ৩১৭)

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে জানাবাতের গোসলের জন্য পানি দিলে তিনি নিজ হস্তযুগল দু' বা তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান পরিষ্কার করেন। এরপর ভূমিতে হস্তস্থাপন করে তা ভালভাবে ঘষে নেন। অতঃপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করেন। তবে পদযুগল ধোননি। অনন্তর তিনি নিজ মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢেলে দেন এবং পুরো শরীর ভালভাবে ধৌত করেন। অতঃপর পূর্বস্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পদযুগল ধুয়ে ফেলেন। পরিশেষে আমি তাঁর নিকট তোয়ালে নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। বরং হাত দিয়ে পানিটুকু ঝেড়ে ফেলেন।

৪. বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন।

হযরত মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَفْرَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ

(বুখারী, হাদীস ২৫৭)

অর্থাৎ নবী ﷺ বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করেন।

৫. বাম হাতটি পবিত্র মাটি দিয়ে বা দেয়ালে ঘষে নিতেন অথবা পানি দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে নিতেন ।

হযরত মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَفْرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ

(বুখারী, হাদীস ২৬৬, ২৭৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করেন। অতঃপর হাত খানা ভূমিতে বা দেয়ালে ঘষে নেন।

৬. নামাযের ওযুর ন্যায় ভালভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করতেন অথবা ওযুর সময় পদযুগল না ধুয়ে গোসল শেষে তা ধৌত করতেন। তবে ওযু করার সময় মাথা মাস্হ করেননি।

হযরত মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

غَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِه ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِه فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

(বুখারী, হাদীস ২৫৭, ২৫৯, ২৬৫, ২৭৪, ২৭৬)

অর্থাৎ নবী ﷺ (গোসল করার সময়) উভয় হাত দু' বা তিন বার ধুয়েছেন। অতঃপর কুলি করেছেন। নাকে পানি দিয়েছেন। মুখ মণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করেছেন। মাথা তিন বার ধুয়েছেন। পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর পূর্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়ে পদযুগল ধুয়েছেন।

হযরত 'আয়েশা ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثاً وَ يُمَضْمِضُ وَ يَسْتَنْشِقُ وَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَ أَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

(নাসায়ী, হাদীস ৪২২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ (গোসল করার সময়) উভয় হাত তিন বার ধুয়ে নিতেন। তিন বার কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তিন বার মুখ মণ্ডল ও হস্ত যুগল ধৌত করতেন। তবে মাথা মাস্হ না করে তৎপরিবর্তে তিনি মাথায় পানি ঢেলে দিতেন।

৭. পানি দ্বারা হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে তা দিয়ে চুল খেলাল করতেন। যাতে কেশমূল তথা চর্ম পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর দু'হাতে তিন চিল্লু পানি নিয়ে তা মাথায় ঢেলে দিতেন। প্রথমে মাথার ডান ভাগ অতঃপর মাথার বাম অংশ এবং পরিশেষে মাথার মধ্য ভাগে পানি প্রবাহিত করতেন।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ

(বুখারী, হাদীস ২৫৮ মুসলিম, হাদীস ৩১৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন জানাবাতের গোসলের ইচ্ছে করতেন তখন দুগ্ধদোহনপাত্রের ন্যায় এক পাত্র পানি আনতে বলতেন। এরপর তিনি হাতে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে অতঃপর বাম পার্শ্বে প্রবাহিত করতেন। পুনরায় দু' হাতে পানি নিয়ে তা মাথায় ঢেলে দিতেন।

জানাবাতের গোসলের সময় মহিলাদের মাথার বেণী খুলতে হবে না।

হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ

(মুসলিম, হাদীস ৩৩০)

অর্থাৎ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভালভাবে মাথায় বেণী বেঁধে থাকি। তা জানাবাতের গোসলের সময় খুলতে হবে কি? অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তা জানাবাত ও ঋতুস্রাবের গোসলের সময় খুলতে হবে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ বেণী খুলতে হবে না। তোমার জন্য যথেষ্ট এই যে, তুমি তোমার মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢেলে দিবে। পুনরায় পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তবে ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসলের সময় বেণী খোলা মুস্তাহাব।

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ তাঁকে ঋতুশেষে গোসল করার সময় আদেশ করেনঃ

اُنْقُضِيْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِيْ

(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৬৪৬)

অর্থাৎ (হে আয়েশা!) তুমি বেণী খুলে গোসল সেরে নাও।

৮. পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। প্রথমে ডান পার্শ্বে অতঃপর বাম পার্শ্বে প্রবাহিত করতেন।

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُوْرِه وَفِيْ شَأْنِه كُلِّه

(বুখারী, হাদীস ১৬৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ সর্ব কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতার্জন তথা সর্ব ব্যাপারই। বিশেষকরে নবী ﷺ বগল, কুঁচকি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাঁজ সমূহ ভালভাবে ধুয়ে নিতেন।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوْءَ ، وَ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِه

(আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছে করলে প্রথমে দু'হাত ধুয়ে নিতেন। অতঃপর পানি ঢেলে বগল ও কুঁচকি ধৌত করতেন। এরপর উভয় হাত পরিষ্কার করে দেয়ালে ঘষে নিতেন। অনন্তর ওযু করে মাথায় পানি ঢালতেন।

ঘষা মলার প্রয়োজন হলে তা করে নিবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত আস্মা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ কে ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَ سِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيْداً

(মুসলিম, হাদীস ৩৩২)

অর্থাৎ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে খুব ভালভাবে পবিত্রতার্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে খুব ভালভাবে মলবে।

৯. পূর্বের জায়গা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে উভয় পা ধুয়ে নিতেন। তবে রাসূল ﷺ গোসল শেষে তোয়ালে দিয়ে শরীর শুকিয়ে নিতেন না। এ সংক্রান্ত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খোলা জায়গায় গোসল করা নিষেধঃ

খোলামেলা জায়গায় গোসল করা অনুচিত। বরং পর্দার ভেতরে গোসল করবে।

হযরত উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ

(বুখারী, হাদীস ২৮০ মুসলিম, হাদীস ৩৩৬)

অর্থাৎ আমি মক্কাবিজয়ের বছর রাসূল ﷺ এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন।

হযরত মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

(বুখারী, হাদীস ২৮১ মুসলিম, হাদীস ৩৩৭)

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এমতাবস্থায় তিনি জানাবাতের গোসল করেছেন।

গোসলের ওযু দিয়েই নামায পড়া যায়ঃ

গোসলের ওযু দিয়ে নামায পড়া, কোরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি সম্ভব। এ জন্য নতুন ওযু করতে হবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ وَ صَـــلاَةَ الْغَــدَاةِ ، وَ لاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءاً بَعْدَ الْغُسْلِ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫০ তিরমিযী, হাদীস ১০৭ নাসায়ী, হাদীস ২৫৩ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৫৮৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ গোসল সেরে দু' রাকআত সুন্নাত ও ফজরের ফরয নামায পড়তেন। কিন্তু তিনি গোসলের পর নতুন ওযু করতেন না।

যখন গোসল করা মুস্তাহাবঃ

কিছু কিছু কারণ ও সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব। তা নিম্নরূপঃ

১. জুমার দিন গোসল করাঃ

জুমার দিন গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হযরত আবু সাঈদ্ খুদ্রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

(বুখারী, হাদীস ৮৭৯ মুসলিম, হাদীস ৮৪৬)

অর্থাৎ জুমার দিন গোসল করা প্রত্যেক সাবালকের উপর ওয়াজিব।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

(বুখারী, হাদীস ৮৭৭ মুসলিম, হাদীস ৮৪৪)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ জুমা পড়ার ইচ্ছে করলে সে যেন গোসল করে নেয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَ أَنْ يَّسْتَنَّ وَ أَنْ يَّمَسَّ طِيْباً إِنْ وَجَدَ

(বুখারী, হাদীস ৮৮০ মুসলিম, হাদীস ৮৪৬)

অর্থাৎ জুমার দিন গোসল করা প্রত্যেক সাবালকের উপর ওয়াজিব। সম্ভব হলে মিসওয়াক ও খোশবু গ্রহণ করবে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

حَقٌّ لِلَّه تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَّغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً ، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ

(বুখারী, হাদীস ৮৯৭, ৮৯৮ মুসলিম, হাদীস ৮৪৯)

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ্'র অধিকার এইযে, সে প্রতি সপ্তাহে একদিন গোসল করবে। তখন সে নিজ মাথা ও পুরো শরীর ধৌত করবে।

উক্ত হাদীসগুলো থেকে জুমার দিন গোসল ওয়াজিব হওয়া বুঝা যাচ্ছে এবং তা ইব্নুল জাওযী, ইব্নু হায্ম্ ও ইমাম শাওকানীর নিজস্ব মত। তবে এর বিপরীত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে জুমার দিন গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হিসেবেই প্রমাণিত হয়।

হযরত সামুরা এবং হযরত আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ ، وَ مَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪ তিরমিযী, হাদীস ৪৯৭ নাসায়ী, হাদীস ১৩৮১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১১০০)

অর্থাৎ জুমার দিন ওযু করা যথেষ্ট এবং ভালো কাজ। তবে গোসল করা আরো ভালো।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَ زِيَادَةُ ثَلاَثَة أَيَّامٍ ، وَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

(মুসলিম, হাদীস ৮৫৭ তিরমিযী, হাদীস ৪৯৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে জুমায় উপস্থিত হয়। অতঃপর নীরবে খুতবা শ্রবণ করে আল্লাহ্ তা'আলা গত জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত এবং বাড়তি আরো তিন দিনের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করল সে যেন অযথা কর্মে লিপ্ত হল।

জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব না হলেও তাতে অনেক ফযীলত রয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَ فَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

(মুসলিম, হাদীস ৮৫৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোসল করে জুমায় উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর যতটুকু সম্ভব নামায পড়ে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকেছে। এরপর ইমাম সাহেবের সাথে নামায পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ জুমা থেকে অন্য জুমা পর্যন্ত এবং আরো বাড়তি তিন দিনের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ –إِنْ كَانَ عِنْدَهُ– ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে এবং খোশবু থাকলে তা ব্যবহার করে জুমায় উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর সে মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে সামনে যেতে চায়নি এবং যতটুকু সম্ভব নফল নামায পড়েছে। অনন্তর ইমাম সাহেব মিম্বারে উঠার পর হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকেছে। তার এ কর্মকলাপ পূর্ববর্তী জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত এবং বাড়তি আরো তিন দিনের গুনাহ্ মোচনের জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত আউস বিন আউস সাক্বাফী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ ، وَ مَشَى وَ لَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَ لَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৫ তিরমিযী, হাদীস ৪৯৬ নাসায়ী, হাদীস ১৩৮২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালভাবে ধৌত করে গোসল করেছে। অতঃপর খুব সকাল-সকাল ঘর থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে উপস্থিত হয়েছে। এরপর ইমামের নিকটবর্তী হয়ে অনর্থ কর্মে মগ্ন না হয়ে সর্বান্তঃকরণে খুতবা শুনেছে ; তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এক বছর যাবৎ নামায-রোযা পালনের সাওয়াব দিবেন।

২. হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রামের জন্য গোসল করাঃ

হজ্জ বা উমরার ইহরামের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত যায়েদ বিন সাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِه ، وَ اغْتَسَلَ

(তিরমিযী, হাদীস ৮৩০ দারামী, হাদীস ১৮০১ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ২৫৯৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে ইহরাম বাঁধার জন্য জামা-কাপড় খুলে গোসল করতে দেখেছি।

৩. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করাঃ

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِيْ طُوًى ، ثُمَّ يُصَلِّيْ بِهِ الصُّبْحَ وَ يَغْتَسِلُ ، وَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(বুখারী, হাদীস ১৫৭৩ মুসলিম, হাদীস ১২৫৭)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) হারাম শরীফের নিকটবর্তী হলে তাল্‌বিয়্যা পড়া বন্ধ করে যু-ত্বুয়া নামক স্থানে রাত্রিযাপন করতেন। অতঃপর ভোরের নামায পড়ে সেখানে গোসল করতেন এবং বলতেনঃ নবী ﷺ এভাবেই করতেন।

৪. প্রতিবার স্ত্রীসঙ্গমের জন্য গোসল করাঃ

প্রতিবার স্ত্রীসহবাসের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু রাফি' رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ একে একে সকল বিবিদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছেন। প্রত্যেক সঙ্গমের পর গোসল করেছেন। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌'র রাসূল! আপনি যদি শুধু একবার গোসল করতেন! তখন তিনি বললেনঃ

هَذَا أَزْكَى وَ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৫৯৬)

অর্থাৎ এটি অধিকতর নির্মল, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর্ম।

৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করাঃ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩১৬১ তিরমিযী, হাদীস ৯৯৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিয়েছে সে যেন গোসল করে নেয়।

হযরত আস্মা বিন্ত 'উমাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) নিজ স্বামী আবু বকর رضي الله عنه কে মৃতের গোসল দিয়ে উপস্থিত মুহাজিরদেরকে এ বলে প্রশ্ন করেন যে, আমি রোযাদার। অন্যদিকে আজকের দিনটি সীমাতিরিক্ত হিমশীতল। এমতাবস্থায় আমাকে গোসল করতে হবে কি? উত্তরে মুহাজিররা বললেনঃ না, গোসল করতে হবে না।

(মুয়াত্তা মালিক, হাদীস ৩)

৬. মুশরিক ও কাফির ব্যক্তিকে মাটিচাপা দিয়ে গোসল করাঃ

মুশরিক ও কাফির ব্যক্তিকে মাটিচাপা দিয়ে গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ! قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَأْتِيَنِيْ ، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَ جِئْتُهُ فَأَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَ دَعَا لِيْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৪ নাসায়ী, হাদীস ১৯০, ২০০৮)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে সংবাদ দিলাম যে, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তিনি বললেনঃ যাও, তাকে মাটিচাপা দিয়ে আসো

এবং আমার নিকট আসা পর্যন্ত নতুন করে কিছু করতে যাবে না। হযরত ‘আলী ﵁ বললেনঃ আমি মাটিচাপা দিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট আসলে তিনি আমাকে গোসল করতে আদেশ করেন এবং আমার জন্য দোয়া করেন।

৭. মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য অথবা দু’ ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করাঃ

মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে প্রতি বেলা নামাযের জন্য অথবা দু’বেলা নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত ‘আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اسْتُحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর যুগে হযরত উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহ্শ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) মুস্তাহাযা হলে তিনি তাকে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করতে আদেশ করেন।

হযরত হাম্না বিন্ত জাহ্শ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার ইস্তিহাযা হলে আমি রাসূল ﷺ কে আমার করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ ، وَ إِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. حَتَّى أَنْ قَالَ: وَ إِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيْ الظُّهْرَ وَ تُعَجِّلِيْ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنِ وَ تَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ؛ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ، وَ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَ تَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِيْ ، وَ تَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ ، وَ صُوْمِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ ، وَ هَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭)

অর্থাৎ আমি তোমাকে দু'টি কাজের আদেশ করবো। তার মধ্য হতে যে কাজটিই তুমি করো না কেন তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টাই করতে পার সে ব্যাপারে তুমিই ভাল জানো। পরিশেষে তিনি বলেনঃ আর যদি তুমি জোহরকে পিছিয়ে এবং আসরকে এগিয়ে একবার গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পার তাহলে তা করবে। তেমনিভাবে যদি মাগরিবকে পিছিয়ে এবং 'ইশাকে এগিয়ে একবার গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পার তাহলে তা করবে। অনুরূপভাবে যদি ফজরের জন্য গোসল করে ফজরের নামাযটুকু পড়তে পার তাহলে তা করবে এবং সম্ভব হলে রোযা রাখবে। তবে উভয় কাজের মধ্যে এটিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

জানা আবশ্যক যে, মুস্তাহাযা মহিলার জন্য ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময়টি পার হয়ে গেলে একবার গোসল করা ওয়াজিব। এরপর প্রতি বেলা নামায অথবা দু'বেলা নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। তা না করলে প্রতি বেলা নামাযের জন্য অবশ্যই ওযু করতে হবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اسْتُحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَ هِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَ صَلِّيْ

(বুখারী, হাদীস ২২৮ মুসলিম, হাদীস ৩৩৩ আবু দাউদ, হাদীস ২৮৫)

অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফের স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা বিন্ত্ জাহ্শ সাত বছর যাবৎ ইস্তিহাযার পীড়ায় পীড়িত ছিল। তখন নবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময় আসলে তুমি নামায বন্ধ রাখবে। আর যখন ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায় তখন গোসল করে নামায পড়বে।

হযরত যায়নাব বিন্ত আবী সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ تُصَلِّيَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: إِنْ قَوِيْتِ فَاغْتَسِلِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ؛ وَ إِلاَّ فَاجْمَعِيْ

(বুখারী, হাদীস ৩২৭ আবু দাউদ, হাদীস ২৯৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ হযরত উম্মে হাবীবাকে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করে নামায আদায় করতে আদেশ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ যদি পার তাহলে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করবে। তা না পারলে দু' বেলা নামাযের জন্য একবার গোসল করে তা একসঙ্গে আদায় করবে।

হযরত ফাতিমা বিন্ত আবী 'হুবাইশ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ আমাকে মুস্তাহাযা থাকাবস্থায় ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَ صَلِّيْ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: اغْتَسِلِيْ ، ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ صَلِّيْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৯৮, ৩০৪)

অর্থাৎ ঋতুস্রাব মহিলাদের নিকট পরিচিত। তা কালো বর্ণের। অতএব ঋতুস্রাব চলাকালীন নামায বন্ধ রাখবে। আর ইস্তিহাযা হলে ওযু করে নামায পড়বে। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ ঋতুস্রাব শেষে গোসল করবে। এরপর প্রতি বেলা নামাযের জন্য ওযু করে নামায আদায় করবে।

৮. অবচেতনার পর চেতনা ফিরে পেলেঃ

অবচেতনার পর চেতনা ফিরে পেলে গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ ، قَال: ضَعُوْا لِيْ

مَاءً فِي الْمخْضَبِ قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ: ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمخْضَبِ ، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: لاَ ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، فَقَالَ: ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭ মুসলিম, হাদীস ৪১৮)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবারা নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বললেনঃ পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। আমরা তাই করলাম। অতঃপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়াতে চাইলে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে আবারো তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবারা নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেনঃ পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। অতঃপর তিনি বসাবস্থায় গোসল সেরে দাঁড়াতে চাইলে আবারো অবচেতন হয়ে পড়েন। পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে আবারো জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবারা নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেনঃ পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। অতঃপর তিনি বসাবস্থায় গোসল সেরে নেন।

রাসূল ﷺ তিন বার অবচেতন হয়ে তিন বার গোসল করেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অবচেতন হওয়ার পর চেতনা ফিরে পেলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৯. কাফির ব্যক্তি মোসলমান হলেঃ

কাফির ব্যক্তি মোসলমান হলে কোন কোন আলেমের মতে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ; এমন ব্যক্তির জন্য গোসল করা ওয়াজিব। হযরত ক্বাইস্ বিন ‘আসিম্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৬০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৮৮)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন। তেমনিভাবে যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজ অন্তরকে নিষ্কলুষ করে নিল তখন তার শরীরকেও গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করে নিতে হবে।

১০. দু’ ঈদের নামাযের জন্য গোসল করাঃ

দু’ ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত যাযান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً ﷺ عَنِ الْغُسْلِ ، قَالَ: اِغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ ، فَقَالَ: لاَ ، الْغُسْلَ الَّذِيْ هُوَ الْغُسْلُ ، قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

(বায়হাকী, হাদীস ৫৯১৯)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি ‘আলী ﷺ কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তোমার ইচ্ছে হলে প্রতিদিনই গোসল করতে পার। সে বললঃ সাধারণ গোসল সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বরং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন গোসল সম্পর্কে যা অবশ্যই করতে হয়। তিনি বললেনঃ জুমা, ‘আরাফাহ, ঈদুল্ আয্হা ও ঈদুল্ ফিত্র দিবসে গোসল করতে হয়।

হযরত নাফে’ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ–وَ فِيْ رِوَايَةٍ: فِي الْعِيْدَيْنِ الأَضْحَى وَ الْفِطْرِ– قَبْلَ أَنْ يَّغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

(বায়হাকী, হাদীস ৫৯২০)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ঈদুল্ ফিত্র ও ঈদুল্ আয্হা দিবসে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে নিতেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلاَثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَ الأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوْجِ ، وَ الاِغْتِسَالُ

(ফির্য়াবী)

অর্থাৎ ঈদুল্ ফিত্র দিবসের সুন্নাত তিনটিঃ ঈদগাহের দিকে হেঁটে যাওয়া, বের হওয়ার পূর্বে যৎসামান্য আহার গ্রহণ ও গোসল করা।

১১. আরাফার দিন গোসল করাঃ

হাজীদের জন্য আরাফার দিন গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– يَغْتَسِلُ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُّحْرِمَ وَ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ وَ لِوُقُوْفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

(মালিক, হাদীস ৩২৪)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে, মক্কায় প্রবেশ ও আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য গোসল করতেন।

তায়াম্মুমঃ

আরবী ভাষায় তায়াম্মুম শব্দটি ইচ্ছা পোষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে পানি না পেলে অথবা তা ব্যবহারে অপারগ হলে সাওয়াবের নিয়্যাতে এবং নাপাকী দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখ মণ্ডল ও উভয় হাত কব্জিসহ ভালভাবে মর্দন করাকে বুঝানো হয়।

তায়াম্মুমের বিধানঃ

তায়াম্মুমের বিধানটি কোর'আন, হাদীস ও ইজমা' কর্তৃক প্রমাণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ، مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ তোমরা রোগাক্রান্ত বা মুসাফির হলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত (কব্জিসহ) মাস্হ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে চাননা। বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর নিজ নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে যেন তোমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হতে পার।

হযরত 'ইমরান বিন 'হুসাইন رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِه إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَ لاَ مَاءَ ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৪ মুসলিম, হাদীস ৬৮২)

অর্থাৎ আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি সবার সাথে নামায আদায় না করে সামান্য দূরে অবস্থান করছে। তখন তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে, সবার সঙ্গে নামায পড়োনি কেন? সে বললঃ আমি জুনুবী অথচ পানি নেই। তিনি বললেনঃ মাটি ব্যবহার

(তায়াম্মুম) কর। তোমার জন্য মাটিই যথেষ্ট।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أُعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ : جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوْراً

(বুখারী, হাদীস ৩৩৫ মুসলিম, হাদীস ৫২১)

অর্থাৎ আমাকে পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। তম্মধ্য হতে একটি হচ্ছে ; মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতার্জনের মাধ্যম ও মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সকল আলেমের ঐকমত্যে ইসলামী শরীয়তে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য পবিত্রতার্জনের মাধ্যম দু'টিঃ একটি পানি, অপরটি মাটি। আর তা পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে। অতএব যে ব্যক্তি পানি পেল এবং সে তা ব্যবহারে সক্ষমও বটে তখন তাকে অবশ্যই পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন করতে হবে। আর যে ব্যক্তি পানি পেল না অথবা সে তা ব্যবহারে একান্ত অপারগ তখন সে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। বিশুদ্ধ মতে তার এ তায়াম্মুমটি পানি না পাওয়া পর্যন্ত নাপাকী দূরীকরণে সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। সুতরাং যে ইবাদাতের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন ওয়াজিব সে ইবাদাত সম্পাদনের জন্য পানির অবর্তমানে মাটি দিয়ে পবিত্রতার্জন আবশ্যক। তেমনিভাবে যে ইবাদাতের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন মুস্তাহাব সে ইবাদাত সম্পাদনের জন্য পানির অবর্তমানে মাটি দিয়ে পবিত্রতার্জনও মুস্তাহাব। বিশুদ্ধ মতে কোন ব্যক্তি পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে যখন ইচ্ছে তায়াম্মুম করতে পারে এবং তার এ তায়াম্মুমটি যে কোন ইবাদাত সংঘটনের জন্য যথেষ্ট যতক্ষণ না সে পানি পায় অথবা ওযু কিংবা গোসল ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া না যায়। তেমনিভাবে একটি তায়াম্মুম নিয়্যাতানুসারে যে কোন ছোটবড় নাপাকী দূরীকরণে একান্ত যথেষ্ট।

যখন তায়াম্মুম জায়েযঃ

মুসাফির বা মুক্বীম থাকাবস্থায় যে কোন কারণে কারোর ওযু বা গোসল ভঙ্গ হলে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে তায়াম্মুম করা জায়েযঃ

১. পানি না পেলেঃ

পানি না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ﴾

(মায়িদাহ : ৬)

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. ওযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট এতটুকু পানি না পেলেঃ

ওযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট এতটুকু পানি না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েয। অতএব যতটুকু পানি আছে তা দিয়ে ওযু বা গোসল করবে এবং বাকী অঙ্গগুলোর জন্য তায়াম্মুম করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

(তাগাবুন : ১৬)

অর্থাৎ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

(বুখারী, হাদীস ৭২৮৮ মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করব তখন তোমরা

তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যখন তোমাদেরকে কোন কাজ করতে নিষেধ করব তখন তা হতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকবে।

৩. পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলেঃ

যখন পানি অতিশয় ঠাণ্ডা যা ব্যবহারে নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং গরম করারও কোন ব্যবস্থা নেই এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয।

হযরত 'আমর বিন 'আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

احْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ! فَتَيَمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ الصُّبْحَ ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا عَمْرُو! صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً ﴾ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৪ দারাকুত্বনী, হাদীস ৬৭০)

অর্থাৎ "যাতুস্ সালাসিল" নামক গায্ওয়ায় থাকাবস্থায় এক হিমশীতল রাত্রিতে অকস্মাৎ আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে মৃত্যুর আশঙ্কায় গোসল না করে আমি তায়াম্মুম করেছি। এমতাবস্থায় আমি সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছি। অতঃপর আমার সাথীরা রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে অবগত করালে তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ হে 'আম্র! তুমি কি জুনুবী থাকাবস্থায় নিজ সাথীদেরকে নিয়ে নামায পড়েছ? তখন আমি রাসূল ﷺ কে আমার গোসল না করার কারণটি জানিয়েছি এবং কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিঃ আমি কোর'আন মাজীদে পেয়েছি, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ তোমরা নিজে নিজকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাই আমি গোসল করিনি। কৈফিয়তটি শুনা মাত্রই রাসূল ﷺ হেসে দিলেন এবং আমাকে আর কিছুই বলেননি।

৪. রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলেঃ

রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়া বা আরোগ্য হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوْا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ، وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ! أَلاَ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَ يَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৬, ৩৩৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৫৭৮)

অর্থাৎ আমরা সফরে বের হলে আমাদের একজনের মাথায় পাথর পড়ে তার মাথা ফেটে যায়। ইতোমধ্যে তার স্বপ্নদোষ হয়। তখন সে তার সাথীদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা শরীয়তে আমার জন্য তায়াম্মুম করার কোন সুযোগ খুঁজে পাচ্ছো কি? তারা বললঃ না, তোমার জন্য তায়াম্মুমের কোন সুযোগ নেই। কারণ, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। অতঃপর সে গোসল করার সাথে সাথেই মারা যায়। এরপর আমরা নবী ﷺ এর নিকট পৌঁছুলে তাঁকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি (তিরস্কার স্বরূপ) বললেনঃ ওরা বেচারাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা যখন ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত নয় তখন তারা কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি কেন? কারণ, জিজ্ঞাসাই হচ্ছে অজ্ঞানতার উপশম। তায়াম্মুমই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। ক্ষতের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে তাতে মাস্হ এবং বাকী শরীর ধৌত করে নিলেই চলতো।

৫. পানি সংগ্রহে অপারগতা প্রমাণিত হলেঃ

পানি সংগ্রহে অপারগতা প্রমাণিত হলে তায়াম্মুম করা জায়েয। যেমনঃ শত্রু, চোর-ডাকাত বা অগ্নিকাণ্ডের হাতে নিজ মান-সম্মান, ধন-সম্পদ বা জীবন হারানোর ভয়। তেমনিভাবে সে খুবই অসুস্থ নড়চড়ে অক্ষম এবং পানি এনে দেয়ার মতো আশেপাশে কেউ নেই।

৬. মজুদ পানি ব্যবহার করলে কঠিন পিপাসায় মৃত্যুর ভয় হলেঃ

পানি সামান্য যা ব্যবহার করলে কঠিন পিপাসায় মৃত্যুর ভয় হয় এমতাবস্থায় পানি ব্যবহার না করে প্রয়োজনের জন্য মজুদ রেখে তায়াম্মুম করা জায়েয। এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। মোট কথা, যে কোন কারণে পানি সংগ্রহে অক্ষম বা পানি না পেলে কিংবা পানি ব্যবহারে নিশ্চিত অসুবিধে দেখা দিলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের শর্ত সমূহঃ

তায়াম্মুমের শর্ত আটটি তা নিম্নরূপঃ

১. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত তায়াম্মুম শুদ্ধ হবেনা।

২. তায়াম্মুমকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফিরের তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়।

৩. তায়াম্মুমকারী জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না তার চেতনা ফিরে আসে।

৪. তায়াম্মুমকারী ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের তায়াম্মুম শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য নয়। তাদের তায়াম্মুম করা বা না করা সমান।

৫. তায়াম্মুম শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত স্থির থাকতে হবে। অতএব তায়াম্মুম চলাকালীন নিয়্যাত ভেঙ্গে দিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না।

৬. তায়াম্মুম চলাকালীন ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোন কারণ অবর্তমান থাকতে হবে। তা না হলে তায়াম্মুম তৎক্ষণাৎই নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. তায়াম্মুমের মাটি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৮. তায়াম্মুমের পূর্বে মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকলে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

নবী ﷺ যেভাবে তায়াম্মুম করতেনঃ

১. প্রথমে নিয়্যাত করতেন।

এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. "বিস্মিল্লাহ্" বলে তায়াম্মুম শুরু করতেন।

৩. উভয় হাত মাটিতে প্রক্ষেপণ করে ধুলো ঝেড়ে প্রথমে সমস্ত মুখমণ্ডল অতঃপর উভয় হাত কব্জি সহ মাসেহ্ করতেন।

হযরত 'আম্মার বিন ইয়াসির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ، فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৮ মুসলিম, হাদীস ৩৬৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাকে কোন এক প্রয়োজনে সফরে পাঠালে অকস্মাৎ আমার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। পানি না পেয়ে আমি পশুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছি। অতঃপর নবী ﷺ কে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বললেনঃ মাটিতে দু'হাত মেরে তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর নবী ﷺ উভয় হাত একবার মাটিতে প্রক্ষেপণ করে তাতে ফুঁ মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও হস্তযুগল কব্জি পর্যন্ত মাস্হ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি উভয় হাত মাটিতে প্রক্ষেপণ করে ঝেড়েমেড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাস্হ করেন।

তায়াম্মুমের রুকন সমূহঃ

তায়াম্মুমের রুকন তিনটিঃ

১. যে জন্য তায়াম্মুম করা হচ্ছে উহার সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নিয়্যাত করা।

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি দৃশ্যমান নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করতে চায় তাহলে তায়াম্মুমের সময় তাকে তাই নিয়্যাত করতে হবে। তেমনিভাবে সে যদি ওযু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে চায় তাহলে তায়াম্মুমের সময় তাকে তাই নিয়্যাত করতে হবে।

হযরত 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

(বুখারী, হাদীস ১ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম নিয়্যাত নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত (নিজ

আবাসভূমি ত্যাগ) করে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ্ করা।

৩. উভয় হাত কব্জি সহ একবার মাসেহ্ করা।

এ সম্পর্কীয় হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কারণসমূহঃ

এমন দু'টি কারণ রয়েছে যা তায়াম্মুমকে বিনষ্ট করে দেয়। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

১. যে কারণগুলো ওযু বিনষ্ট করে তা তায়াম্মুমকেও বিনষ্ট করে। কারণ, তায়াম্মুম ওযু বা গোসলের স্থলাভিষিক্ত। তাই ওযু বা গোসল যে যে কারণে বিনষ্ট হয় সে সে কারণে তায়াম্মুমও বিনষ্ট হয়।

২. পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি পানি না পাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করেছে সে পানি পেলেই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

হযরত আবু যর ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ؛ وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৩২, ৩৩৩ তিরমিযী, হাদীস ১২৪ নাসায়ী, হাদীস ৩২৩)

অর্থাৎ পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতার জন্য নিশ্চিত মাধ্যম যদিও সে দশ বছর যাবত পানি না পায়। যখনই সে পানি পাবে তখনই ওযু বা গোসল করে নিবে। তবে কোন কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার দরুন তায়াম্মুম করে থাকলে পানি থাকা সত্ত্বেও তার তায়াম্মুম বহাল থাকবে। তবে যখনই সে পানি ব্যবহারে সক্ষম হবে তখনই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

পানিও নেই মাটিও নেই এমতাবস্থায় কি করতে হবেঃ

পানিও নেই মাটিও নেই এবং এর কোন একটি সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয়নি অথবা পেয়েছে তবে ওযু বা তায়াম্মুম করা তার পক্ষে অসম্ভব এমতাবস্থায় সে ওযু বা তায়াম্মুম না করেই নামায আদায় করবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তির হাত-পা সম্পূর্ণরূপে বাঁধা। ওযু বা তায়াম্মুম করা কোনমতেই তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সে ওযু বা তায়াম্মুম ছাড়াই নামায আদায় করবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اسْتَعَرْتُ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَاساً مِّنْ أَصْحَابِه فِيْ طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْه، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْراً ، فَوَاللهِ ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجاً ، وَ جَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً

(বুখারী, হাদীস ৩৩৬ মুসলিম, হাদীস ৩৬৭)

অর্থাৎ আমি আমার বোন আস্মা থেকে একটি হার ধার নিয়ে সফরে রওয়ানা করলে অকস্মাৎ তা হারিয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ সে হারের খোঁজে কিছু সংখ্যক সাহাবাকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলে পানি না পাওয়ার দরুন তাঁরা ওযু না করেই নামায আদায় করেন। তারা রাসূল ﷺ এর নিকট ব্যাপারটি জানানোর পরপরই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ্ বিন হুযাইর رضي الله عنه হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কল্যাণ করুক! আল্লাহ্'র কসম! আপনার কোন সমস্যা হলেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সে সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন এবং তাতে নিহিত রাখেন মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।

উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করতে আদেশ

করেননি। এ থেকে বুঝা যায় পানি বা মাটি না পেলে নাপাক অবস্থায় নামায পড়া জায়েয।

অতএব পানি পেলে ওযু করবে। পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে। পানি বা মাটি কিছুই না পেলে নাপাক অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

(তাগাবুন : ১৬)

অর্থাৎ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

(হাজ্জ : ৭৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

(বুখারী, হাদীস ৭২৮৮ মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করব তখন তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজ করতে নিষেধ করব তখন তা হতে তোমরা বিরত থাকবে।

তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর সময় থাকতে পানি পেলেঃ

যে কোন কারণে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর সময় থাকতে পানি পেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করতে হবে

না। যদিও উক্ত নামায দ্বিতীয়বার পড়ার সময় থাকে। তেমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি পানি বা মাটি পায়নি অথবা তা ব্যবহারে অক্ষম তখন সে পবিত্রতা ছাড়াই নামায পড়েছে। পুনরায় নামাযের সময় থাকতেই সে পানি বা মাটি পেয়েছে অথবা তা ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে এমতাবস্থায় আদায়কৃত নামায তাকে দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا ، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَ الْوُضُوْءَ وَ لَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ ، وَ قَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৮ নাসায়ী, হাদীস ৪৩৩)

অর্থাৎ দু' ব্যক্তি সফরে বের হয়েছে। অতঃপর নামাযের সময় হলে পানি না পাওয়ার দরুন তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পরপরই ওয়াক্ত থাকতে পানি পেয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের একজন ওযু করে উক্ত নামায দ্বিতীয়বার আদায় করে এবং অন্যজন তা করেনি। এরপর উভয় ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি যে ব্যক্তি ওযু করে নামায পুনর্বার আদায় করেনি তাকে বললেনঃ তুমি সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছ এবং তোমার পূর্বের নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়জনকে বললেনঃ তোমার দু'বার নামায পড়ার সাওয়াব হয়েছে।

নামায পুনর্বার আদায় না করা যখন সুন্নাত তখন দ্বিতীয়বার নামায আদায় করা অবশ্যই সুন্নাত বিরোধী।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

সমাপ্ত